নতুন পয়গাম
ইনসাফের পতাকাবাহী
একদম কম খরচে
বিজ্ঞাপন দিতে
যোগাযোগ করুন
6295790640/ 77975 83010

নতুন পয়গাম
ইনসাফের পতাকাবাহী

অনলাইন সংস্করণ | বর্ষ ০১ ✧ সংখ্যা ১০৫ ✧ ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ✧ ৫ পৌষ ১৪৩২ রবিবার ✧ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬, মূল্য ৩ টাকা

SAHOS - CAREER POINT
Online And offline Coaching Institute
Best Institute for Police, Defense and other Government Jobs
কম খরচে ভালো গাইড পেতে আজই যোগাযোগ করুন
ঠিকানা- নাজিরপুর, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
M no - 7001536665/ 8436020922

ভারতের বিরুদ্ধে চীনের ‘বাণিজ্য যুদ্ধ

গান্ধীর নাম বাদ দিয়ে গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইনে (মনরেগা) আমূল পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এত দিন ১০০ দিনের কাজের যে প্রকল্প ‘মনরেগা’ নামে পরিচিত ছিল, এখন তার নাম হয়েছে ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’, যা সংক্ষেপে ‘জিরামজি’। বিস্তারিত পেজ ২ এ

বন্ধ ঘরের ভেতর নিথর বৃদ্ধ দম্পতি

শনিবার সকাল। নিত্যদিনের মতোই শুরু হয়েছিল দিন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু থমকে যায় বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের কুশমুড়ি গ্রামে। একটি বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধ দম্পতির নিথর দেহ। খাটের উপর শুয়ে ছিলেন বৃদ্ধা, আর ঠিক পাশেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর স্বামীকে। বিস্তারিত পেজ ৫ এ

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে চমক!

আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দলে চমক। বাদ পড়লেন খোদ সহ-অধিনায়ক শুভমান গিল। চোটের কথা বলা হলেও,মূলতঃ অফ ফর্মের কারনেই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারনা। আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দেশের মাটি ও শ্রীলঙ্কায় বসবে আইসিসির টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। বিস্তারিত পেজ ৬ এ

শুভেচ্ছাবার্তা

বিজেপি আইটি সেল প্রধানের বিরুদ্ধে তৃণমূলের এফআইআর

নতুন পয়গাম, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে চলমান অস্থিরতার প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে রাজ্যে। বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্যের বিরুদ্ধে বারুইপুর থানায় এফআইআর করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, তাঁর মন্তব্য রাজ্যের শান্তি ও দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনার ভিডিও শেয়ার করে অমিত মালব্য পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তার তুলনা টেনেছেন। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসকে লক্ষ্য করে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন মালব্য। এই ধরনের বক্তব্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। এই অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূলের মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ। থানার বাইরে তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি প্রতিবেশী স্বাধীন দেশ এবং সেখানে যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ আলাদা প্রেক্ষাপটে দেখা উচিত। কিন্তু সেই ঘটনার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গকে জুড়ে দেওয়া এবং রাজ্যের নির্বাচনের সঙ্গে তুলনা টানা দায়িত্বজ্ঞানহীন। তাঁর দাবি, এই ধরনের মন্তব্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে বিপজ্জনক।

অভিযোগকারী তন্ময় ঘোষ আরও জানান, জাতীয় নিরাপত্তা ও বিদেশনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সবসময় কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে থেকেছে। সেই জায়গা থেকেই তারা মনে করছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় করা উস্কানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ প্রয়োজন। ভোটের আগে এই এফআইআর রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকদের একাংশ।

ফিকে উজ্জ্বলা যোজনা, বাড়েনি গ্রাহক, অস্বস্তিতে মোদী সরকার

নতুন পয়গাম, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যতম সফল জনকল্যাণমুখী প্রকল্প হিসেবে পরিচিত ‘প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা’ কি তার আকর্ষণ হারাচ্ছে? লোকসভায় পেশ করা পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাম্প্রতিক রিপোর্ট কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বিগত কয়েক বছরে এই প্রকল্পের আওতায় নতুন গ্রাহক হওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

সংসদীয় কমিটি তাদের রিপোর্টে সরাসরি প্রশ্ন তুলেছে, সব ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং ভর্তুকি থাকা সত্ত্বেও কেন সাধারণ মানুষ এই প্রকল্পে নতুন করে নাম লেখাতে আগ্রহী হচ্ছেন না? রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২০-২১ সালে উজ্জ্বলা প্রকল্পের গ্রাহক সংখ্যা যেখানে ছিল, ২৪-২৫ সালেও তা প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থবিরতা কাটাতে এবং প্রকল্পের প্রতি মানুষের অনাস্থার কারণ খুঁজে বের করতে একটি নিরপেক্ষ সমীক্ষার সুপারিশ করেছে কমিটি।

কমিটির প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক জানিয়েছে, ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে ৭৫ লক্ষ নতুন সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

নতুন পয়গাম: পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে কলকাতা ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যালের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

‘জাদুকরী’ ওজন কমানোর ইনজেকশন নিতে হিড়িক

নতুন পয়গাম, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: স্থূলতা এবং ডায়াবেটিস যখন মহামারীর আকার ধারণ করছে, ঠিক তখনই বাজারে আসা নতুন প্রজন্মের ‘ওজন কমানোর ইনজেকশন’ বা জ্যাব নিয়ে দেশজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে। মাউঞ্জারো, ওয়েগোভি এবং ওজেম্পিক-এর মতো ইনজেকশনগুলোর চাহিদা এখন তুঙ্গে। তবে চিকিৎসকরা সতর্ক করে বলছেন, এগুলো স্থূলতা কমানোর কোনো ‘ম্যাজিক পিল’ বা জাদুকরী সমাধান নয়; বরং এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে শরীরে দেখা দিতে পারে ভয়াবহ বিপর্যয়।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে মাউঞ্জারো অনুমোদনের মাত্র আট মাসের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিককে পেছনে ফেলে দেশের সর্বোচ্চ বিক্রিত ওষুধে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে এলিলি লিলি এবং নভো নরডিস্ক-এর মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলো এই বাজার দখলের লড়াইয়ে নেমেছে। দেশে এক মাসের কোর্সের খরচ ৮,৮০০ থেকে ১৪ হাজার টাকার মধ্যে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে থাকলেও উচ্চবিত্ত মহলে এর চাহিদা ব্যাপক।

বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, ২০২৫ সালের মার্চ মাসে এই ওষুধগুলোর পেটেন্ট শেষ হলে দেশীয় কোম্পানিগুলো সস্তায় জেনেরিক সংস্করণ বাজারে আনবে। তখন বাজার প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলারে গিয়ে ঠেকবে, যা জনস্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলতে পারে।

ভারতের প্রখ্যাত ব্যারিয়াট্রিক সার্জন ড. মোহিত ভাণ্ডারী

এর পর দুয়ের পাতায়

‘স্যার’-এ বেশি নাম বাদ গেরুয়া রাজ্যে অনুপ্রবেশ প্রশ্নে পাল্টা চাপে বিজেপি

নতুন পয়গাম, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে বিজেপি যখন সরব, তখনই খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাট এবং উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের তথ্যে অস্বস্তিতে পড়েছে গেরুয়া শিবির। সাম্প্রতিক খসড়া তালিকা অনুযায়ী, ভোটার বাতিলের সংখ্যায় বাংলার তুলনায় অনেক এগিয়ে রয়েছে গুজরাট ও তামিলনাড়ু।

গুজরাটে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর আগে ভোটার সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৮ লক্ষ, যা খসড়া তালিকা প্রকাশের পর কমে হয়েছে ৪ কোটি ৩৪ লাখ। অর্থাৎ, এক ধাক্কায় প্রায় ৭৩ লক্ষ ৭০ হাজার ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। এর মধ্যে ১৮ লক্ষ ১০ হাজার মৃত এবং প্রায় ৫১ লক্ষ ৮০ হাজার ভোটার ‘অনুপস্থিত’ বা ‘স্থানান্তরিত’। অন্যদিকে, মধ্যপ্রদেশেও প্রায় ৪২ লক্ষ নাম বাদ পড়তে চলেছে, যার মধ্যে মৃত ও জাল ভোটারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশে ৪ কোটি নাম বাদ পড়ার খবর মিলেছে।

বাংলার খসড়া তালিকা অনুযায়ী নাম বাদ পড়েছে প্রায় ৫৮ লক্ষ ২০ হাজার জনের। বিজেপি এই সংখ্যা নিয়ে বাংলার শাসকদলকে আক্রমণ করলেও পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, গুজরাটে বাদ পড়া ভোটারের হার বাংলার চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, তামিলনাড়ুতেও রেকর্ড ৯৭ লক্ষ ৩০ হাজার নাম বাদ গিয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, গুজরাট ও তামিলনাড়ু -- উভয় রাজ্যেই প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্যে ‘যুক্তিযুক্ত অসঙ্গতি’ পাওয়া গিয়েছে।

বাংলার এসআইআর তালিকা প্রকাশের পর বিজেপি যখন ‘অনুপ্রবেশ’ ও ‘ভুতুড়ে ভোটার’ ইস্যু তুলে তৃণমূলকে চাপে ফেলার চেষ্টা করছিল, তখন খোদ মোদী-রাজ্যে ৭৩ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার তথ্য সেই আক্রমণকে কিছুটা ভোঁতা করে দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়া যদি দুর্নীতির লক্ষণ হয়, তবে সেই নিরিখে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো এখন পাল্টা চাপের মুখে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যাদের তথ্যে অসঙ্গতি রয়েছে তাদের নোটিশ পাঠিয়ে পুনরায় যাচাই করা হবে।

দেশে প্রথম, ঘৃণাভাষণে ১০ বছরের জেল-জরিমানা কর্নাটকে বিরোধী বিক্ষোভ উড়িয়ে পাশ নতুন বিল

নতুন পয়গাম, বেঙ্গালুরু, ২০ ডিসেম্বর: দেশে ক্রমবর্ধমান ঘৃণা-বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা ও প্ররোচনামূলক মন্তব্যের আবহে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার। বিজেপি ও জেডিএস বিধায়কদের প্রবল প্রতিবাদ এবং ওয়াকআউটের মধ্যেই কর্নাটক বিধান পরিষদে পাশ হল ‘ঘৃণাভাষণ ও ঘৃণাপরাধ (প্রতিরোধ) বিল’। এর আগে বৃহস্পতিবার এটি বিধানসভায় পাশ হয়েছিল। এখন রাজ্যপালের সই মিললেই এটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হবে, যা দেশে সর্বপ্রথম রেকর্ড।

কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্বাধীন সরকার এই বিলে অত্যন্ত কঠোর সাজার বিধান রেখেছে। বিলে বলা হয়েছে, ঘৃণাভাষণ বা ঘৃণাপরাধের অভিযোগ প্রমাণ হলে অপরাধীর সর্বোচ্চ ১০ বছর কারাদণ্ড হতে পারে। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে। রাজ্যে সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট করা এবং ধর্মীয় বা জাতিগত বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ করাই এই বিলের মূল লক্ষ্য।

বিলটি উভয় কক্ষে পেশ হওয়ার পর উত্তাল হয়ে ওঠে কর্নাটক তথা দাক্ষিণাত্যের রাজনীতি। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি এবং তাদের সহযোগী জেডিএস একে ‘গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ’ বলে অভিহিত করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী অভিযোগ করেছেন, “কংগ্রেস সরকার সমালোচনা সহ্য করতে পারছে না, তাই কালাকানুনের মাধ্যমে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করতে চাইছে।” বিজেপির দাবি, এই আইন মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থী এবং ভবিষ্যতে এর অপব্যবহার হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে কর্নাটকে বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে, যা নিয়ে আদালতও উষ্মা প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, সাম্প্রতিক সহিংসতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং প্ররোচনামূলক পরিস্থিতি রুখতেই সিদ্দারামাইয়া সরকার এই কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পাওয়ার পর ১০ ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বর বিলটি পেশ করেছিলেন। কংগ্রেসের দাবি, সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতেই এই কঠোর শাস্তির বিধান প্রয়োজন। তবে রাজ্যপাল এই বিলে সই করবেন কি না, তা নিয়ে এখন শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা।

আলহাজ্ব শাজাহান বিশ্বাস
প্রতিষ্ঠাতা, চেয়ারম্যান

TRUST PATIENCE HONESTY

ডঃ জাহাঙ্গীর বিশ্বাস
সেক্রেটারী

ভয়েস পাবলিক স্কুল
পঃ বঃ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত | INDEX NO. E3-105
বাংলা মাধ্যম উচ্চমাধ্যমিক আবাসিক বিদ্যালয় ❖ ৭ জেলা ❖ ২৪+ শাখা ❖ ৫০০০+ ছাত্র-ছাত্রী
পরিচালনায় : ভয়েস এডুকেশনাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে
• তৃতীয় থেকে নবম ও
• একাদশ শ্রেণি
(বিজ্ঞান, কলা ও বাণিজ্য বিভাগ)
ভর্তি চলছে

বিস্তারিত: 9083275303 । 9735586479 । 9083275302

এবার বসিরহাটে বয়েজ ও গার্লস ক্যাম্পাস
বয়েজ ও গার্লস পৃথক ক্যাম্পাস
ট্যাঁটেরা পঞ্চাননতলা, পোঃ - ভ্যাবলা, থানা - বসিরহাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা
• তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণি ও
• একাদশ শ্রেণি
স্পট অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে
ভর্তি চলছে

ভর্তির জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন
8100268650 । 9051214102

রেজিস্টার্ড অফিস : মঙ্গলজোন কেটলিবাড়ি, মুর্শিদাবাদ 9732334225

১০০ দিনের প্রকল্পে বুলডোজার

‘জিরামজি’ কালাকানুনন: সোনিয়া

নতুন পয়গাম, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দিয়ে গ্রামীণ রোজগার গ্যারান্টি আইনে (মনরেগা) আমূল পরিবর্তনের পথে হেঁটেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এত দিন ১০০ দিনের কাজের যে প্রকল্প ‘মনরেগা’ নামে পরিচিত ছিল, এখন তার নাম হয়েছে ‘বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’, যা সংক্ষেপে ‘জিরামজি’। সংসদের দুই কক্ষে এই সংক্রান্ত বিল পাশ হয়ে যাওয়ার পর এ বার তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সনিয়া গান্ধী। তাঁর অভিযোগ, মোদী সরকার মনরেগা প্রকল্পের উপর ‘বুলডোজার’ চালিয়ে তা ধ্বংস করে দিয়েছে।

সনিয়া গান্ধীর অভিযোগের মূলে রয়েছে এই প্রকল্পের আর্থিক বণ্টনের নতুন নিয়ম। এত দিন মনরেগা প্রকল্পের অদক্ষ শ্রমিকদের মজুরির ৯০ শতাংশ খরচ বহন করত কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু নতুন বিলে বলা হয়েছে, এখন থেকে খরচের ৬০ শতাংশ দেবে কেন্দ্র এবং ৪০ শতাংশ বহন করতে হবে রাজ্য সরকারকে। প্রকল্পের কাজের গ্যারান্টি ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার কথা বলা হলেও, খরচের বড় অংশ রাজ্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে ‘গরিব-বিরোধী’ বলে আখ্যা দিয়েছেন সোনিয়া। তাঁর মতে, এই নতুন আর্থিক কাঠামো লাখ লাখ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন মানুষকে বিপদে ফেলবে এবং রাজ্যগুলোর ওপর বিশাল আর্থিক বোঝা চাপাবে। এতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক তথা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বিঘ্নিত হবে।

এক ভিডিও বার্তায় সনিয়া গান্ধী বলেন, “২০ বছর আগে মনমোহন সিংয়ের আমলে সর্বসম্মতিক্রমে মনরেগা আইন পাশ হয়েছিল, যা ছিল গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই প্রকল্প গরিবের পেটে ভাত জুগিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, মোদি সরকার কোনো আলোচনা ছাড়াই বিরোধীদের অন্ধকারে রেখে এই আইনের কাঠামো তছনছ করে দিয়েছে।” তিনি এই নয়া বিলকে ‘কালাকানুন’ বা ‘ড্রাকোনিয়ান-ল’ বলে অভিহিত করে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন। নতুন বিলে প্রকল্পের নাম থেকে মহাত্মা গান্ধীর নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সংসদে তীব্র হইচই শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও প্রশ্ন তুলেছেন, কেন মহাত্মা গান্ধীর নাম সরানো হচ্ছে? কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান সংসদে দাবি করেছেন, মোদী সরকার গান্ধীর আদর্শেই চলছে এবং বিলে ‘রাম’ নাম রয়েছে বলে বিরোধীরা আপত্তি করছেন। তবে বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, এটি গান্ধীর আদর্শকে মুছে ফেলার একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র।

ইতিমধ্যেই এই বিলের বিরোধিতায় দিল্লিতে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র সাংসদেরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যের নিজস্ব কর্মসংস্থান প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে মহাত্মা গান্ধীর নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইসরাইল নিঃশব্দে ভেতর থেকে ভেঙে পড়ছে

বিশেষ প্রতিবেদন

অনেকের চোখে ইসরাইল যেন মধ্যপ্রাচ্যের এক বিজয়ী শক্তি। একই সঙ্গে একাধিক ফ্রন্টে যুদ্ধ করে তারা শত্রুদের বড় ধরনের ক্ষতি করেছে। পাশাপাশি পশ্চিমা বিশ্বের নানা গোষ্ঠী ও নেতার সমর্থন তারা এখনো পাচ্ছে। তবে ভেতরে-ভেতরে ইসরাইল ভেঙে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক জোট ধীরে ধীরে গাজাকে ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।

এই জোটে কাতার, মিসর, সৌদি আরব ও তুরস্কও রয়েছে। একই সঙ্গে সিরিয়া ও লেবাননে ইসরাইলের তৎপরতাও সীমিত করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। ইসরাইল সরকার প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করলেও মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নীরবে এই প্রক্রিয়া মেনে নিচ্ছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, যুদ্ধ করার চেয়ে যুদ্ধের হুমকি বজায় রাখাই তার জন্য বেশি লাভজনক।

কারণ তিনি নিজের যুদ্ধ-লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন। হামাসকে ধ্বংস করা যায়নি এবং জিম্মিদের জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বরং ধারণা করা হচ্ছে, ইসরাইলি সেনাবাহিনীর হামলায় আগের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি জিম্মি নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ থেকে ইসরাইল যে নিঃশর্ত সমর্থন পেত, তা এখন কিছুটা হলেও কমে আসছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতাও দুর্বল হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো ফিলিস্তিনিদেরও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য ইসরাইলের চেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখা হত। পশ্চিমা নেতাদের জন্য এটা স্বীকার করা স্পষ্টতই কঠিন যে, ইসরাইল এখন আঞ্চলিক অস্থিরতার এক উৎসে পরিণত হয়েছে। সরাসরি তা বলার চেয়ে ধীরে ও নীরবে ইসরাইলের ক্ষমতার হাতলগুলো সরিয়ে নেওয়াই তাদের কাছে সহজ।

এতে ইসরাইলি নেতাদের প্রকাশ্যে অপমানিতও হতে হয় না, আবার নতুন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতেও বাধ্য করা যায়। ইসরাইলের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মাঝেমধ্যে কেবল শীতল আচরণ করলেই চলে। সিরিয়া, লেবানন, ইয়েমেন ও ইরানে হামলা চালানো বা দখল ধরে রাখতে ইসরাইলের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ কারণেই তাদের সামরিক তৎপরতা ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসছে। এখন ইসরাইলি সেনাবাহিনী কৌশলগত বিস্তারের বদলে মূলত এমন ব্যক্তিদের খুঁজে বেড়াচ্ছে, যারা একসময় ইসরাইলিদের ওপর হামলায় অংশ নিয়েছিল।

নতুন এই বাস্তবতায় এটাই ইসরাইলের সামর্থ্য। কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসরাইল পিছিয়ে পড়তে পারে। হামাস আলোচনা চালাচ্ছে, আর ইসরাইল সরকার সময়ক্ষেপ করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে ইসরাইল এমন এক বাস্তবতার মুখোমুখি হবে, যা দেশটি নিজে গড়ে তুলতে পারেনি।

যেমন, গাজায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চালানো ধ্বংসযজ্ঞে যে বিপুল ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে, তা সরানোর খরচ ইসরাইলিদেরই বহন করতে হতে পারে, এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। ইসরাইল হয়ত মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে তাদের অবস্থান হারানোর পথে। একইসঙ্গে ইসরাইলি সমাজ তাদের বিপুল শক্তি ব্যয় করছে নিজেদের ভেতরের দ্বন্দ্বে, ইসরাইলের আত্মপরিচয় নিয়ে সংঘাতে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে অবৈধ দখল আরও জোরদার করতে।

ইসরাইলিরা ক্রমেই দেশের সীমানার বাইরে কোনো জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাচ্ছে। ইসরাইলি বিমানবাহিনীতে সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিটাই ধরুন। দুই বছরের প্রশিক্ষণ শেষে যেসব ভবিষ্যৎ যুদ্ধবিমানের পাইলটরা প্রায় স্নাতক হতে যাচ্ছিলেন, তাদের একটি সপ্তাহব্যাপী বন্দিত্বের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এটিকে সাধারণত প্রশিক্ষণের সবচেয়ে কঠিন ধাপ হিসেবে ধরা হয়। এরপর তাদের পুনরুদ্ধারের জন্য একটি গোপন স্থানের হোটেলে পাঠানো হয়।

তারা হোটেলের অবস্থান তাদের পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে দেয়। ফলে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে পরিবারগুলো এসে তাদের ছেলেদের সঙ্গে দেখা করে। এ সময় কয়েকজন মদ্যপানও করে। এমনকি তাদের কমান্ডিং অফিসার তা করতে অনুমতিও দিয়েছিলেন। এ ঘটনায় সব ক্যাডেটের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ইসরাইলি বিমানবাহিনীর প্রধান তোমের বার স্পষ্ট করে বলেছেন, বাহিনীর নৈতিক ভিত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

দেশটির গণমাধ্যমে ক্যাডেটদের তুলে ধরা হয় পুরোনো ইসরাইলি অভিজাত শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। তাঁরা ছিলেন নৈতিকভাবে দেউলিয়া ও দিশাহীন।

কুয়াশায় নামতে পারল না মোদির কপ্টার

ভার্চুয়াল ভাষণে বাংলায় সরকার গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর

নতুন পয়গাম, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: তিন-চারদিন আগে থেকে কুকুর দিয়ে এলাকায় চিরুনি তল্লাশি, ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ ও নিরাপত্তা আধিকারিকদের আনাগোনা, ঘনঘন হুটার বাজিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য পুলিশ এবং এসপিজি পাইলট কারের ছোটাছুটি -- সবই সার হল। শেষমেষ কুয়াশার দাপটের কাছে হার মানতে হল নদীয়া জেলার রানাঘাটকে। নামতেই পারল না প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার। এদিকে এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ হওয়ার আশঙ্কায় মতুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে মতুয়া ভোটব্যাংকে ধস নামা নিয়ে বিজেপি নেতাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে। এমতাবস্থায় এবার মতুয়া ক্ষতে প্রলেপ দিতে নামতে আসার কথা ছিল খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির।

শনিবার নদীয়ার তাহেরপুরে জনসভা করার কথা ছিল। এদিন সাতসকালে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কলকাতা বিমানবন্দরে নামে প্রধানমন্ত্রীর বিমান। বিমানবন্দর থেকে তাঁর হেলিকপ্টার যথারীতি তাহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওনাও দেয়। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে শেষমেশ নামতেই পারেনি হেলিকপ্টার। নিরাপত্তার কারণে কপ্টারটিকে দমদম বিমানবন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অগত্যা এয়ারপোর্টের ভিআইপি লাউঞ্জ থেকেই ভার্চুয়াল বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। তাতে নরেন্দ্র মোদি বলেন, ‘মোদির বিরোধিতা করুন, আপত্তি নেই। কিন্তু বাংলাকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করবেন না।’ বাংলায় বিজেপিকে কাজ করার সুযোগ করে দিতে আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, একবার রাজ্যে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়ে দেখুন, আমরা কত দ্রুত উন্নয়ন করতে পারি। নরেন্দ্র মোদি বাংলার জন্য অনেক কাজ করতে চায়। টাকাও আছে, পরিকল্পনাও আছে, কিন্তু এখানে বিজেপির সরকার নেই। তাই উন্নয়ন থমকে আছে।’

এদিন মতুয়া ভোট ধরে রাখতে বারবার তাঁর গলায় হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ঠাকুর ও বড়মার কথা শোনা যায়। এমনকী শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমিকে নতমস্তকে শ্রদ্ধাও জানিয়ে তাঁর দাবি, ‘অনুপ্রবেশকারীদের বদলে গো ব্যাক মোদি স্লোগান দেওয়া হচ্ছে।’ গত মাসেই বিহারে বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আবারও এনডিএ ক্ষমতায় এসেছে। গঙ্গা বিহারের উপর দিয়েই বাংলায় এসেছে। তাই এবার বাংলায় বিজেপির জয়ের পথ মসৃণ হয়েছে বলে দাবিও করেন তিনি।

তবে এদিন তাহেরপুরের গেরুয়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার প্রমুখ বঙ্গ-বিজেপির শীর্ষ নেতারা। তাঁরা সকলেই বক্তব্যও রাখেন।

বাড়েনি গ্রাহক, অস্বস্তিতে মোদী সরকার

প্রথম পাতার পর

তবে কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সরকারের এই জবাবে স্পষ্ট নয় যে, দেশের কত শতাংশ গরিব মানুষ এখনও এই প্রকল্পের আওতার বাইরে রয়ে গেছেন। এছাড়া, এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি এবং রিফিলিং খরচ মেটাতে না পারাও গ্রাহক সংখ্যা না বাড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এবং রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, দেশের যে সমস্ত অতি দরিদ্র পরিবার এখনও উজ্জ্বলা প্রকল্পের বাইরে রয়েছে, তাদের দ্রুত চিহ্নিত করতে হবে। সেই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের কাছে গ্যাসের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ভর্তুকি থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন সংযোগের আবেদন বাড়ছে না, তা খতিয়ে দেখতে বিশেষ সমীক্ষা চালাতে হবে।

বিজেপি যেখানে তাদের নির্বাচনী প্রচারের অন্যতম অস্ত্র হিসেবে এই প্রকল্পের সাফল্যের কথা বলে, সেখানে সংসদীয় কমিটির এই রিপোর্ট কেন্দ্র সরকারকে বেশ কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছে।

দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা বিশেষজ্ঞদের

প্রথম পাতার পর

ইনজেকশনগুলোর যত্রতত্র ব্যবহার নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে জানান, সরকারি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জিম বা বিউটি ক্লিনিক থেকে এই ওষুধ নেওয়া হচ্ছে। এর ফলে মাংসপেশির ক্ষয়, অঙ্গহানির ঝুঁকি, দৃষ্টিশক্তি হ্রাসের সম্ভাবনা আছে।

ল্যানসেট-এর গবেষণা বলছে, ২০৫০ সাল নাগাদ ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ স্থূলতার শিকার হতে পারেন। বর্তমানে প্রায় ২১২ মিলিয়ন ভারতীয় ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। ড. ভাণ্ডারীর মতে, সরকারি তথ্যের চেয়ে প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা আরও ১০ শতাংশ বেশি হতে পারে। দিল্লির ফোর্টিস হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ড. অনুপ মিশ্র বলেন, “ব্যায়াম এবং সঠিক খাদ্যাভ্যাসের বিকল্প কখনোই ওষুধ হতে পারে না।” তিনি আরও জানান, অনেক পরিবারে খাদ্যাভ্যাসের কারণে চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া বা না খাওয়া নিয়ে বিরোধ বাধে, যা স্থূলতার অন্যতম কারণ। যারা স্রেফ ডায়েট বা ব্যায়াম থেকে মুখ ফিরিয়ে এসব ওষুধ নিচ্ছেন, তারা নিজেদের অজান্তেই বড় বিপদে পা বাড়াচ্ছেন।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এই ওষুধগুলো কেবল গুরুতর অসুস্থ রোগীদের জন্য এবং তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে দেওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের উচিত ওষুধের ওপর নির্ভর না করে দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতার জন্য হেলদি লাইফস্টাইল বা স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রাকে প্রাধান্য দেওয়া।

KALIACHAK ESTD: 2005
ABASIK MISSION

Affiliated to: West Bengal Board of Secondary Education (Unaided Private School)

Address: Kalikapur Kabiraj Para, P.O. & P.S.- Kaliachak, District- Malda, PIN – 732201

BOYS & GIRLS
RESIDENTIAL AND NON-RESIDENTIAL

Office Contact: 83489 60449
Contact: 97340 37592, 97758 08996, 94342 45926, 77978 08267
Email: kaliachakabasikmission@gmail.com
Website: www.kamission.org

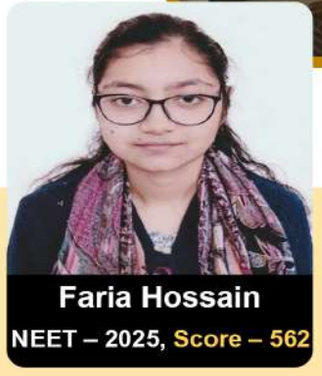
Faria Hossain
NEET – 2025, Score – 562

Ashif Mehebub
M.P. – 2025, Rank – 8th

Asique Ekbal
H.S. – 2025, Rank – 18th

পরীক্ষার তারিখ	পরীক্ষার কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা
২৫.০২.২০২৬	কালিয়াচক আবাসিক মিশন (ছাত্র), কালিয়াচক, মালদা
২৬.০২.২০২৬	কালিয়াচক আবাসিক মিশন (ছাত্রী), কালিয়াচক, মালদা
২২.০২.২০২৬	মশালদহ গণপতরায় (মোদি) হাই স্কুল (উঃ মাঃ), কড়িয়ালি, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদা
২২.০২.২০২৬	চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী ইন্সটিটিউশন, চাঁচল, মালদা

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করা যাবে।

২০২৬-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগে (ছাত্র ও ছাত্রী) ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া শুরু হয়েছে।

সিরিয়ায় ফের মার্কিন বিমান হামলা

নতুন পয়গাম, দামাস্কাস, ২০ ডিসেম্বর: অতি সম্প্রতি সিরিয়ার ওপর থেকে সব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ট্রাম্পের আমেরিকা। তারপর সিরিয়ার নতুন রাষ্ট্রপ্রধান আল শারা হোয়াইট হাউসে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন। এবার সিরিয়ায় বিমান হামলা চালাল পেন্টাগন। উল্লেখ্য, আইএসের হামলায় গত সপ্তাহে মৃত্যু হয় দুই মার্কিন সেনা এবং এক মার্কিন দোভাষীর। এছাড়া গত সপ্তাহের ওই হামলায় জখম হন তিন সেনা। এর প্রতিশোধ নেওয়া হবে বলে আগেই হুমকি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। সেইমতোই শুক্রবার মধ্যরাত থেকে সিরিয়ায় আইএস-এর ৭০টি ঘাঁটি লক্ষ্য করে সেনা অভিযান শুরু করে আমেরিকা, যার নাম দেওয়া হয়েছে, 'হকআই স্ট্রাইক'। দুদিনে মার্কিন হামলায় অন্তত ৫৪ জন নিহত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব তথা যুদ্ধমন্ত্রকের সচিব পিট হেগসেথ জানিয়েছেন, সিরিয়ায় আইএস জঙ্গি গোষ্ঠীর ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হচ্ছে। তাদের পরিকাঠামো, অস্ত্র ভাণ্ডার সব ধ্বংস করে দেওয়া হবে। ১৩ ডিসেম্বর আইএস মার্কিন সেনাদের উপর হামলা চালিয়েছিল, তারই পাল্টা জবাব দেওয়া হচ্ছে। আমরা বুঝিয়ে দিতে চাই, যদি কেউ মার্কিনিদের উপর হামলা চালায়, তাদের আমরা কড়া পাল্টা জবাব দেব। কেউ রেয়াত পাবে না। পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, তাদেরকে খুঁজে বের করে নিকেশ করা হবে। তবে তাঁর কথায়, এটা কোনও যুদ্ধ নয়, সিরিয়ায় জঙ্গি ঘাঁটি নিকেশ করাই এই অভিযানের লক্ষ্য।

আইএস-এর অজুহাতেই ২০০৩ সাল থেকে সিরিয়া-সহ মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশে টানা প্রায় দুই দশক ধরে মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো জোট নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে, বিধবা ও অনাথ-রাষ্ট্র বানিয়ে দেশগুলোকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। এবার ফের কঙ্কালসার সিরিয়ায় একই ছুতোয় আইএস-ছুতোয় যুদ্ধ শুরু করল আমেরিকা। আগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের পাশে ছিল রাশিয়া। এখন পদচ্যুত আসাদ রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছেন। আর বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান আল শারা এখন ট্রাম্পের অনুগত তল্পিবাহক।

ইমরান খান ও বুশরা বিবির ১৭ বছর জেল

নতুন পয়গাম, করাচি, ২০ ডিসেম্বর: পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ বা পিটিআই পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে তোশাখানা মামলায় শনিবার আদিয়ালা জেলের বিশেষ আদালত ১৭ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে। বিশেষ বিচারক শারুখ অর্জুমান্দ এই মামলার শুনানি করেন। বুশরা বিবির সাজা সেকশন ৪০৯ অনুযায়ী ১০ বছর; সেকশন ৫, ২ ও ৪৭ অনুযায়ী আরও ৭ বছর। ইমরান খানের সাজা সেকশন ৪০৯ অনুযায়ী ১০ বছর এবং সেকশন ৫, ২ ও ৪৭ অনুযায়ী আরও ৭ বছর। একই সঙ্গে তাদের প্রত্যেককে ১৬.৪ মিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি জরিমানার করা হয়েছে। মোট সাজা উভয়ের জন্যই ১৭ বছর করে। মামলার প্রেক্ষাপট: এই মামলা ইমরান খানের ২০১৮-২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় সৌদি আরব থেকে পাওয়া উপহার সংক্রান্ত। ২০১৮ সালের তোশাখানা নিয়ম অনুযায়ী এসব উপহার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। অভিযোগ, ইমরান খান ও বুশরা বিবি উপহারগুলো অবৈধভাবে নিজের দখলে রেখেছেন। এসব উপহারের মূল্য প্রায় ৩৮ মিলিয়ন ইউরো, যা ভারতীয় মুদ্রায় ৩৭৭ কোটি ৫৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই বিপুল অর্থকে জাতীয় রাজস্বের ক্ষতি হিসেবে অভিযোগ আনা হয়। জানা গিয়েছে, ২০২১ সালের মে মাসে সৌদি আরব সফরে বুশরা বিবিকে উপহার হিসাবে দেওয়া একটি জুয়েলারি সেট, যার মধ্যে ছিল আংটি, ব্রেসলেট, নেকলেস এবং ইয়াররিং ইত্যাদি এই মামলার অংশ।

জাতীয় হিসাব সংরক্ষণ ব্যুরো আগস্ট ২০২২-এ ৩৭ দিন তদন্তের পর এই মামলা দায়ের করে। খান দম্পতিকে ডিসেম্বর ২০২৪-এ আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযুক্ত করা হয়। বিশেষ আদালত তাদের বেকসুর খালাসের আবেদন খারিজ করেছে। এটি প্রথম তোশাখানা মামলার থেকে আলাদা। প্রথম মামলায় খান দম্পতিকে ১৪ বছর কারাদণ্ড এবং ১.৫৭ বিলিয়ন পাকিস্তানি রুপি জরিমানা করা হয়েছিল। তবে সেই সাজা পরে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট এপ্রিল ২০২৪-এ স্থগিত করে।

রাজধানীর ধাক্কায় সাতটি হাতির মৃত্যু, অসমে লাইনচ্যুত ছয় বগি

নতুন পয়গাম, গুয়াহাটি, ২০ ডিসেম্বর: অসমে রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হল সাতটি হাতির। এছাড়াও জখম হয়েছে একটি বাচ্চা হাতি। অসমের হোজাইতে সাইরাং-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেসের এই দুর্ঘটনার জেরে ছয়টি বগি লাইনচ্যুত হয়। তবে যাত্রীদের কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। দুর্ঘটনার জেরে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যে শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার দুপুর পর্যন্ত রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই সেখানে পৌঁছন রেলের আধিকারিক, পুলিশ ও বনকর্মীরা। আঘাতপ্রাপ্ত হস্তিশাবককে উদ্ধার করে চিকিৎসা চলছে। শুক্রবার মাঝরাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। রেল সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনাস্থলে রিলিফ ট্রেন পৌঁছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু করে। মৃত হাতিদের দেহাংশ লাইনে পড়ে থাকায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লেগে যায়। সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলটি হাতির করিডর না হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কীভাবে হাতির দল আচমকা এল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, রেললাইনের ওপর হাতির দলকে দেখতে পেয়ে ইমার্জেন্সি ব্রেক কষেন রাজধানীর পাইলট। যাত্রীরা রক্ষা পেলেও একধাক্কায় মৃত্যু হল সাতটি হাতির।

শেষ হল শীতকালীন অধিবেশন

বাজেট পেশ হবে রবিবার ১ ফেব্রুয়ারি

নতুন পয়গাম, নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: ২০২৫ সালের মতো শেষ হল সংসদের কার্যক্রম। শুক্রবার সমাপ্ত হল শীতকালীন অধিবেশন। শুরু হয়েছিল ১ ডিসেম্বর। এবার এই অধিবেশন সবথেকে কমদিন ১৫দিন চলল। শুক্রবার অধিবেশন সমাপ্তির পর সব দলের নেতাদের নিয়ে চা-পার্টি দেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর সাংবাদিক সম্মেলনে সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, এরপর বাজেট অধিবেশন বসবে। রবিবার হলেও আগামী ১ ফেব্রুয়ারি যথারীতি বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করবেন তিনি।

মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এও বলেন, ক্যাবিনেট কমিটি অন পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। তবে বাজেটের দিন নির্দিষ্টই। তা সে রবিবার হোক বা অন্যদিন। শুক্রবার অধিবেশনের শেষদিন বিরোধীদের দাবি মতো দিল্লির পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প বাতিল করায় এদিনও জারি রইল বিরোধীদের প্রতিবাদ। লোকসভায় স্লোগান উঠল, মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ। তাই শেষদিন বেলা ১১ টায় যথারীতি অধিবেশন শুরু হলেও বন্দেমাতরম বাদ্যে অনির্দিষ্টকালের জন্য লোকসভা মুলতুবি করে দিলেন স্পিকার ওম বিড়লা। মুলতুবির সময় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার ১৫ দিনের অধিবেশনে মাত্র দু'দিন লোকসভায় উপস্থিত ছিলেন মোদি।

এদিকে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার অফিস জানিয়েছে, এবার বিরোধীদের হল্লা, মুলতুবির মতো কারণে ১৮ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে। ১৫ দিনের অধিবেশনে লোকসভা বসেছিল ৯২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। কেন্দ্র সরকার ১০টি বিল পেশ করেছিল। তার মধ্যে এই অধিবেশনে আটটি পাশ হয়েছে। বাকিগুলো পরবর্তী অধিবেশনের জন্য আপাতত অপেক্ষায় রইল।

জ্বলন্ত কয়লা খনিতে ফিকে শৈশব...

ঝাড়খণ্ডের ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে এক শতাব্দী ধরে জ্বলছে ভূগর্ভস্থ আগুন। কিন্তু সেই আগুনের উত্তাপের চেয়েও ভয়াবহ এখানকার শিশুদের ভবিষ্যৎ। যেখানে শিশুদের হাতে বই থাকার কথা, সেখানে তাদের কাঁধে দেখা যায় কয়লার বস্তা। তীব্র ধোঁয়া আর বিষাক্ত গ্যাসের মধ্যেই খালি পায়ে কয়লা কুড়িয়ে দিন কাটে হাজার হাজার শিশুর। বিদ্যালয় বা খেলার মাঠের বদলে তাদের নিত্যসঙ্গী কালো কাদা আর নোংরা জল। স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগহীন এই নরককুণ্ডে শৈশব কেবল টিকে থাকার এক কঠিন লড়াই। প্রশাসনের উদাসীনতায় জ্বলন্ত এই নগরীতে কয়লার ধুলোয় মিশে যাচ্ছে আগামীর স্বপ্নগুলো।

ধূপগুড়িতে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের বিশেষ সাংগঠনিক সভা

রাজ্য সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান পেশ

প্রীতিময় সরখেল, নতুন পয়গাম, ধূপগুড়িঃ তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে ধূপগুড়ি কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সাংগঠনিক সভা। এই সভায় জেলার ১৬টি ব্লকের মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী, ৯টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সভায় মোট ৩০০-র বেশি মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মূলত রাজ্য সরকারের গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান কীভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও কার্যকরভাবে তুলে ধরা যাবে, সে বিষয়ে জনপ্রতিনিধি ও মহিলা নেতৃত্বকে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়, আগামী ২১ ডিসেম্বর থেকে জেলার প্রতিটি ব্লক ও বুথে তিনটি করে সভার আয়োজন করা হবে। এই সভাগুলিতে 'উন্নয়নের পাঁচালী' গান আকারে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় 'উন্নয়নের রথ' প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিনের মহিলা সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ, মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ বলেন,

"২০২৬ সালের নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দলের নির্দেশে প্রতিটি অঞ্চলে উন্নয়নের পাঁচালী ও উন্নয়নের রথ কর্মসূচি চালানো হবে। রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান মানুষের কাছে তুলে ধরাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সেই কারণেই আজ এই মহিলা সাংগঠনিক সভার আয়োজন করা হয়েছে। কর্মীদের পাশাপাশি মহিলাদেরও মাঠে-ময়দানে নেমে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন প্রচার করতে হবে।"

প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলা সম্মেলন

আব্দুল গফফার,নতুন পয়গাম, হুগলিঃ প্রগ্রেসিভ ইউনাইটেড ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হল হুগলি জেলা সম্মেলন ব্যান্ডেলের শরৎ সরণি পূর্ত ভবনে। এই সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মচারী ও ইঞ্জিনিয়াররা উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য অধিকার, কর্মপরিবেশের উন্নতি, বিভিন্ন প্রশাসনিক সমস্যা ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এদিন বক্তারা বলেন, সরকারি কর্মচারী ও ইঞ্জিনিয়ারদের স্বার্থরক্ষায় সংগঠনের ভূমিকা আরও জোরদার করতে হবে এবং রাজ্যজুড়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রয়োজন রয়েছে। সম্মেলন থেকে সংগঠনের আগামী দিনের পথচলার দিশা স্পষ্ট করা হয়।

এসআইও-র মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবির বীরভূমে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নতুন পয়গাম, বীরভূম: মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, পড়ালেখার সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা গড়ে তোলা, সময়কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার কৌশল শেখানোসহ কার্যকর প্রস্তুতির লক্ষ্যে শনিবার বীরভূম জেলার বিশিয়া গ্রামে একটি বিশেষ মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রস্তুতি শিবির আয়োজন করা হয়। ছাত্র সংগঠন এসআইও'র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রস্তুতি শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দ। বেলডাঙ্গা হাই স্কুলের শিক্ষক রকিউল ইসলাম, কুন্দল হাই স্কুলের শিক্ষক নবকুমার দে, তুড়িগ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক আসাদুল সেখ, বেলডাঙ্গা হাই স্কুলের শিক্ষক সেলিম রেজা। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নিয়মিত অধ্যয়ন, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিশুদের শিল্পকর্মে বিশেষ আকর্ষণ

অতসী মন্ডল, নতুন পয়গাম, উলুবেড়িয়া: উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের ৬১টি বিদ্যালয়কে নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ধূলাসিমলা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে হাটগাছা-১, হাটগাছা-২, তপনা, ধূলাসিমলা ও হিরাপুর-এই পাঁচটি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি। এই প্রতিযোগিতার বিশেষ আকর্ষণ ছিল শিশুদের হাতের কাজ নিয়ে গড়ে ওঠা আর্ট এক্সিবিশন এবং ড্রয়িং কম্পিটিশন। অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মণ্ডল নিজে হাতে শিশুদের তৈরি শিল্পকর্ম সাজিয়ে প্রদর্শনী গড়ে তোলেন। প্রদর্শনীতে ১০০টিরও বেশি হাতের কাজ স্থান পায়, যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক

রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুরাজ মণ্ডল, সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা দাস এবং জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজয় মণ্ডল সহ শিক্ষক শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে সেরা ১০টি বিদ্যালয়কে পুরস্কৃত করার কথা জানানো হয়। ক্রীড়া ও শিল্পচর্চার সমন্বয়ে এই অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলে মত প্রকাশ করেন অতিথিরা।

সংযত হন, বাংলাদেশকে রাষ্ট্রসংঘের বার্তা

নতুন পয়গাম, নিউ ইয়র্ক, ২০ ডিসেম্বর: গত ১২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রাস্তায় গুলিবিদ্ধ হন ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদি। সিঙ্গাপুরের এক হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় বৃহস্পতিবার তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরেই ফের উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ থেকে ধ্বংসলীলা, রাস্তায় নেমে টায়ার জ্বালিয়ে তাণ্ডবলীলা শুরু হয়। হামলা হয় ডেইলি স্টার ও প্রথম আলো সংবাদপত্রের অফিস। ভারতীয় দূতাবাসের বাইরেও বিক্ষোভ হয়। চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ভারতীয় উপ-দূতাবাসে ভাঙচুরের চেষ্টা হয়। ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে দিতে রাজশাহীর ভারতীয় উপ-দূতাবাসের হামলা চালানো হয়। সবক্ষেত্রেই অভিযোগের তীর মৌলবাদীদের দিকে।

এদিকে শুক্রবার প্রয়াত ছাত্রনেতা শরিফ উসমান হাদির মরদেহ সিঙ্গাপুর থেকে ফেরে। শনিবার তার জানাযায় লাখো মানুষ অংশ নেন। সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। শান্তি ফেরাতে সংযমের বার্তা দিয়েছে সব পক্ষই। কিন্তু অশান্তি থামছে না। এই অবস্থায় বাংলাদেশকে সংযত হতে পরামর্শ দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অ্যান্টনিয়ো গুটেরেস জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্ত করতে হবে। যেহেতু আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশে পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে, তাই তদন্ত প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করতে হবে। নির্বাচনের উপযোগী শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য সব পক্ষকে হিংসা থেকে বিরত থাকতে হবে, উত্তেজনা কমাতে হবে এবং সংযত হতে হবে।

প্রয়াত মোথাবাড়ির বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও শিক্ষক সুদর্শন কুমার পান্ডে

এম নাজমুস সাহাদাত, নতুন পয়গাম, মালদহ: বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মালদহের মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাইস্কুলের প্রাক্তন ক্রীড়া শিক্ষক তথা জেলার বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সুদর্শন কুমার পান্ডে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর প্রয়াণে মালদা জেলার শিক্ষা জগৎ ও ক্রীড়াঙ্গনে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রয়াত সুদর্শন কুমার পান্ডে মালদহের ইংরেজবাজার ব্লকের খাসকোল এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তাঁর কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে কালিয়াচক-২ নম্বর ব্লকের পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাইস্কুলে। সেখানে তিনি দীর্ঘ ৩৪ বছর ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৯ সালে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি কখনও ক্রীড়া জগত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেননি। শিক্ষকতার পাশাপাশি ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বহুমাত্রিক। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত খেলাধুলার প্রশিক্ষণ দেওয়া, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এবং প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে তাদের সঠিক দিশা দেখানো এসব কাজেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর প্রশিক্ষণে বহু ছাত্রছাত্রী জেলা ও রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানা যায়। চাকরি জীবন শেষ হলেও তাঁর সক্রিয়তা কমেনি। অবসর পরবর্তী সময়েও তিনি স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠন, টুর্নামেন্ট ও বিভিন্ন সামাজিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। খেলাধুলার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ও অদম্য উৎসাহের কারণে তিনি জেলার ক্রীড়ামহলে 'বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ' হিসেবেই সুপরিচিত ছিলেন। তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল অনন্য। ব্যক্তিগত জীবনে সুদর্শন কুমার পান্ডে ছিলেন অত্যন্ত সাদামাটা ও মানবিক স্বভাবের মানুষ। ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি শুধু একজন শিক্ষকই নন, বরং একজন অভিভাবকের মতো ছিলেন। তাঁর শৃঙ্খলাবোধ, সময়নিষ্ঠা ও মানবিক আচরণ সকলের কাছেই ছিল অনুকরণীয়। এই কারণেই তাঁর মৃত্যুতে ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর শোকের সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁর প্রয়াণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মোথাবাড়ির পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাইস্কুল ও আশপাশের এলাকায় শোকের আবহ নেমে আসে। শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কর্মস্থল পঞ্চানন্দপুর সুকিয়া হাইস্কুলে। সেখানে বিদ্যালয়ের বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং এলাকার বহু ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ উপস্থিত হন।

নতুন পয়গাম
ইনসাফের পতাকাবাহী

১ বর্ষ | ১০৫ সংখ্যা | ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ | ৫ পৌষ ১৪৩২

আমরা Vs ওরা

শিক্ষায় আমরা তুলনামূলক কিছুটা এগিয়েছি। এটা নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়। কিন্তু শিক্ষা আমাদের মধ্যে বিভাজনরেখাও টেনে দিয়েছে। আমাদের মতো স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের সঙ্গে মাদ্রাসা-মক্তবে পড়ুয়াদের নানাবিধ ক্ষেত্রে মতান্তর বা মতপার্থক্য রয়েছে। তাই আমরা পরস্পরের সহযোগী বা পরিপূরক হতে পারছি না। একে অপরকে প্রতিপক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছি।

আমরা কেউ সরকারি স্কুলে, কেউবা বেসরকারি স্কুলে পড়েছি। দুইয়ের মধ্যে চিন্তা ভাবনগত ব্যবধানও অনেক। বেসরকারি স্কুলের পড়ুয়ারা আমাদের দেখে নাক সিঁটকায়, ভ্রু কুঁচকায়, আন্ডার এস্টিমেট করে। আমরা আবার ওদেরকে মনে করি লাটসাহেব বা লাটের বাঁট। সোনার চামচ মুখে জন্মানো আলালের ঘরের দুলাল। বাপের ধনে পোদ্দারি করছে। বাঙালি হয়ে শুদ্ধ বাংলাই জানে না, আবার ইংলিশে ফটর ফটর করছে।

অনেকে আবার শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতই রয়ে গিয়েছে বা তাদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। তাদেরকে আমরা তো মানুষ পদবাচ্য মনে করি না। আমরা ওদের ডাকনাম দিয়েছি মূর্খ। তাই পারতপক্ষে ওদের ছায়া মাড়াই না। কথায় কথায় বলি, আহাম্মক কোথাকার, ওসব ছোটলোক মূর্খদের সঙ্গে আবার মুখ লাগায় নাকি। অবচেতনে ভাবি, এরা আনসোশ্যাল অ্যান্টি সোশ্যালের দল। এরা সব কুলাঙ্গার, এরা সমাজের বোঝা। এরা পরিবেশকে বসবাসের অযোগ্য করে তুলছে। এরাই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে গোল্লায় বা উচ্ছন্নে পাঠাচ্ছে।

অবশ্য, ওরা আমাদের মুখোমুখি হলে সৌজন্যমূলক কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি আড়ালে আবডালে নিন্দামন্দও করে। কারণ, ওদের মতে, আমরা শিক্ষিতরাই যত নষ্টের গোড়া। আমরা চাকরি করলে ঘুষ খাই, মাস্টার হলে দিদিমনির সঙ্গে লটর-পটর করে কিংবা বড়লোকের বেটি ছাত্রী পেলে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে বিয়ে করে ফেলি। ডাক্তার হলে অপ্রয়োজনে ওষুধ লিখি, অহেতুক এটাওটা টেস্ট করিয়ে কমিশনের টাকায় পকেট মোটা করি, ব্যবসা করলে অধিক মুনাফার লোভে লোক ঠকাই, খাদ্য-ওষুধে ভেজাল মেশাই... আরো কত কী।

ওদের আরো অভিযোগ হল, আমরা শিক্ষিতরাই সমাজটাকে রসাতলে পাঠাচ্ছি। একান্নবর্তী পরিবারের বাঁধন ভেঙে আমরা স্ত্রী, পুত্র নিয়ে ফ্ল্যাটে থাকি; আর বাবা-মাকে আপদ মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাই। আমরা নেতা হলে ভোটে জেতার জন্য যত্ত রকমের অন্যায় করেও পার পেয়ে যাই, জিতলে পাড়ায় নেতাগিরি দাদাগিরি করি, আর মন্ত্রী হলে পুকুর চুরি করি। অথচ আমাদের অপরাধের কোন বিচার হয় না, শাস্তি হয় না। টাকার জোরে, পার্টির জোরে থানা পুলিশ আমাদের হাতের মুঠোয়। আবার ভোটে জেতার জন্য অশিক্ষিত, মূর্খ, গরীব লোকদেরকে আমরাই লেঠেল পুষি। অর্থাৎ মূর্খদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে শিক্ষিতরা খায়। অতএব শিক্ষিতরাই হল আসল কালপ্রিট।

আমাদের মধ্যে কেউ অল্প শিক্ষিত, কেউ কেউ উচ্চ শিক্ষিত। এই দুই প্রকার শিক্ষিতের মধ্যেও বিস্তর ব্যবধান। উচ্চ শিক্ষিতরা অল্প শিক্ষিতদেরকে পাত্তাই দেয় না। উঠতে বসতে হেয় করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কথায় কথায় ঠেস মেরে বলে, অল্প বিদ্যা ভয়ংকর কিংবা গাড়ির পাতা বিদ্যে – এসব বুঝতে পারবি না, তোদের মাথায় গোবর আছে। আর উচ্চ শিক্ষিতরা নিজেদেরকে বিদ্যে বোঝাই বাবু মশাই মনে করেন। তাই ওনারা উন্নাসিক বা ওনাদের নাক উঁচু। আমরা অল্প শিক্ষিত বা মধ্যমেধার লোকেরা সব নীচের তলার প্রান্তজন।

স্কুল পড়ুয়ারা মনে করে মাদ্রাসা পড়ুয়ারা ব্যাকওয়ার্ড, সমাজ সচেতন নয়, দেশ ও দশের খবর রাখে না। ওরা কুয়োর ব্যাঙ। আবার মাদ্রাসা পড়ুয়ারা আমাদেরকে মানুষ মনে করলেও ঠিকঠাক মুসলমান বলে মনে করে না। আমাদের দাড়ি, টুপি, পাঞ্জাবি নেই, চাঁচা পোছা প্যান্ট শার্ট -- আমরা আবার কেমন করে মুসলমান হলাম! আমরা ভালো করে আরবি উর্দু পড়তে লিখতে জানি না। সহীহভাবে উচ্চারণ করতে পারি না। মাখরাজ, গুননা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান নেই। ওযুর খুশু-খুযু জানি না। ওযুতে কটা সুন্নত, কটা ফরয, কটা ওয়াজিব -- এসব সম্পর্কে আদৌ জ্ঞান নেই। নামাযে পাবন্দী নেই। শীত-বর্ষায় মসজিদে গিয়ে এশা কিংবা ফজরের নামায আদায় করি না। নামাযে কিরাত বা তিলাওয়াত সহীহভাবে করতে পারি না। সুতরাং এরা আবার মুসলমান নাকি?

এর পরের সমস্যা হল, গোল টুপি নাকি লম্বা টুপি? দাড়ি চাঁপ না ফ্রেঞ্চ না ঝোলা, যাই হোক তিন মুষ্টি কিনা? পাঞ্জাবি লম্বা ঝুলওয়ালা নাকি কোমর পর্যন্ত? গোল নাকি নায়রা কাটিং চেরা পাঞ্জাবি? ইমামের পিছনে কাতারে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পড়ব নাকি পড়ব না? 'আমীন' জোরে বলব নাকি আস্তে? নামাযে রাফে ইয়াদাইন বা হাত তোলা, হাত ঝাড়া এসব করব নাকি করব না? তাহরিমা কোথায় বাঁধব? বুকে নাকি নাভির উপর? নামায শেষে হাত তুলে ইজতেমায়ী দোয়া করব, নাকি যে যার মতো মনে মনে দোয়া করব? নাকি সুন্নত নফল নামাযে সিজদায় গিয়ে দুআ করব?

রমযান মাসে তারাবীহ ৮ নাকি ২০ রাকাত? সবেবরাতে মোমবাতি জ্বালাব, বাজি পোড়াব, নাকি এসবের ধারেকাছেও যাব না? সবে বরাত বলে আদৌ কিছু আছে নাকি নেই? মহরমে তাজিয়া বের করে অস্ত্রের ঝনঝনানি প্রদর্শন করব নাকি আশুরার রোযা রাখব? নবী দিবস পালন করা সুন্নাত, নাকি ফরয, নাকি ওয়াজিব? কোনটা হারাম, কোনটা হালাল? কোনটা শিরক, কোনটা বিদাআত? এছাড়াও মাযহাব, মাসলাক, ফিরকাগত সমস্যা তো আছেই – এসব হাজারো প্রশ্ন আমাদেরকে সর্বদা বিদ্ধ করে চলেছে, কুরে কুরে খাচ্ছে! এসব শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে! সাড়ে চোদ্দশ বছর পরেও এসবের নিষ্পত্তি হচ্ছে না, হবেও না। ফতোয়া আর মাসলা- মাসায়েলের সুনামি বয়ে যাচ্ছে। অথচ নবী রাসূল কিংবা তাদের সাহাবাগণ কোনো মাযহাব মাসলাক এর অনুসারী ছিলেন না। তারা ছিলেন মুসলমান।

তবুও আমরা কুরআন-হাদীস থেকে এসবের উত্তর খুঁজি না। কোন হুজুর, বুজুর্গ, গওস, কুতুব, পীর বা কোন আলেম কী বলছেন, সেসব নিয়েই আমরা মারামারি, হানাহানি, মসজিদ- ষোলআনা ভাগাভাগি করছি। হায়রে কপালপোড়া জাতি! অথচ এসব কোনটাই ফরয নয়। এগুলো নিয়ে কবরে কিংবা কেয়ামতে প্রশ্নও করা হবে না। তবুও কেন এসব নিয়ে আমরা বিবাদ-কলহ করে নিজেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়াচ্ছি? এসব নিয়ে জলঘোলা করে কেন ইসলামকে কালিমালিপ্ত করছি? আমাদের এসব কর্মকাণ্ড কি নবী অবমাননা বা ইসলাম অবমাননার পর্যায়ে পড়ে না? নূপুর শর্মারাই কি শুধুমাত্র নবী-ইসলাম অবমাননা করছে? আর আমরা সব ধোয়া তুলসি পাতা নাকি?

মুসলিম তরুণীর শালীনতা ও নীতীশ কুমার

মনিরুল ইসলাম তপন

সম্প্রতি পাটনায় এক সরকারি অনুষ্ঠানে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আচরণ সারা দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন গভীরভাবে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। এক মুসলিম তরুণী চিকিৎসককে সার্টিফিকেট প্রদানের সময় নীতীশ কুমার প্রকাশ্যে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে হিজাব টেনে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। ঘটনাটি কেবল অশোভন আচরণ নয়; এটি সরাসরি এক নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার ও মানবিক মর্যাদার উপর চরম আঘাত। একই সঙ্গে এটি ভারতীয় সংবিধানের উপর এক বিপজ্জনক হস্তক্ষেপ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সম্মাননা প্রদানের মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী নিজে হাতে ওই মুসলিম তরুণীর হিজাব টেনে সরিয়ে দিচ্ছেন। বিস্ময়কর ও অভাবনীয় এই দৃশ্য একজন নারীর শ্লীলতা ও শালীনতাহানির নগ্ন উদাহরণ বলেই মনে হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এই আচরণ সংবিধানের একাধিক মৌলিক অধিকারের সরাসরি লঙ্ঘন। সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতার নিশ্চয়তা দেয়, ২১ নম্বর ধারা নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মর্যাদা ও গোপনীয়তার অধিকার সুরক্ষিত করে এবং ২৫ নম্বর ধারা প্রত্যেক নাগরিককে নিজ ধর্ম পালন ও ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়। একজন মুখ্যমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যে, সম্মতি ছাড়া, একজন নারীকে স্পর্শ করেন এবং তাঁর ধর্মীয় পোশাকে হস্তক্ষেপ করেন, তখন তিনি কেবল শিষ্টাচার ভঙ্গ করেন না, তিনি সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকারকেই লঙ্ঘন করেন।

হিজাব কোনও সাধারণ পোশাক নয়, বা ফ্যাশন নয়। এটি বহু মুসলিম নারীর ধর্মীয় বিশ্বাস, আত্মপরিচয় ও আত্মসম্মানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাঁদের আত্মমর্যাদার প্রতীকও। নারীর পোশাক নিয়ে তাঁর সম্মতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করা কোনও পরিস্থিতিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর সেই হস্তক্ষেপ যদি করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তবে সেটি নিছক অসভ্যতা নয় -- তা ক্ষমতার দম্ভ এবং বিদ্বেষী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ।

আইনগত দৃষ্টিতেও নীতীশ কুমারের এই আচরণ গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৭৪ অনুযায়ী, কোনও নারীর উপর বলপ্রয়োগ বা স্পর্শ যদি তাঁর শালীনতাহানির উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা দণ্ডনীয় অপরাধ। ধারা ৭৬ অনুযায়ী, কোনও নারীর পোশাক খুলে দেওয়া বা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করা, যা তাঁর শালীনতা ক্ষুণ্ণ করে, তা আরও গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য।

এখানে অপরাধীর রাজনৈতিক পদমর্যাদা কখনোই রক্ষাকবচ হতে পারে না। বরং যিনি সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়েছেন, তাঁর হাতেই সংবিধান ও আইন লজ্ঞিত হলে অপরাধের গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়।

আজ যখন মুসলিম নারীর পোশাক, খাদ্য ও পরিচয়কে কেন্দ্র করে বিশেষত বিজেপি বা এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলিতে ধারাবাহিকভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক আক্রমণ চলছে, তখন

নীতীশ কুমারের এই আচরণ সেই আক্রমণাত্মক কার্যকলাপকে রাষ্ট্রক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর থেকে কার্যত বৈধতা দিল। ইতিমধ্যেই যাঁরা মুসলিম নারীদের স্বাধীনতা ও মর্যাদার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন, তাঁরা যে এই ঘটনায় আরও উৎসাহিত হবেন, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নীতীশ কুমার দীর্ঘদিন ধরে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সংখ্যালঘু-বান্ধব রাজনীতির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই ঘটনার পর সেই দাবির নৈতিকতা ও যে ক্তিকতা গুরুতরভাবে প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ঘটনাটিকে 'অনিচ্ছাকৃত' বলে এড়িয়ে যাওয়া বা প্রতীকী দুঃখ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। কারণ, এটি নিছক শিষ্টাচারের প্রশ্ন নয় -- এটি সংবিধান ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন।

সবথেকে উদ্বেগজনক বিষয় হল, এখনও পর্যন্ত নীতীশ কুমার এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেননি বা ক্ষমা চাননি। তাঁর দল, প্রশাসন বা মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকেও স্পষ্ট কোনও জবাবদিহি সামনে আসেনি। দলের সংখ্যালঘু দপ্তরের এক মন্ত্রী জামা খানের মন্তব্য, "নীতীশজী চেয়েছিলেন, মেয়েটির সাফল্য দেখে গোটা সমাজ তাঁর মুখ দেখুক" -- এটা হাস্যকর সাফাই ছাড়া কিছু নয়। একজন মুসলিম নেতার মুখে এমন বক্তব্য শোভনীয় নয়; বরং আরও বেদনাদায়ক।

> **ইসলামী দৃষ্টিতেও নীতীশ কুমারের এই আচরণ নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায়। একজন মুসলিম নারীর হিজাব তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও আত্মমর্যাদার অংশ। কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী কোনও গায়রে-মাহরাম পুরুষের জন্য নারীর শরীর বা পোশাকে স্পর্শ করা হারাম। সম্মতি ছাড়া হিজাব টেনে সরিয়ে দেওয়া আরও গুরুতর জুলুম। নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কুরআনেও মুমিন নারীদের অপমান করাকে প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।**

ইসলামী দৃষ্টিতেও নীতীশ কুমারের এই আচরণ নিঃসন্দেহে গুরুতর অন্যায়। একজন মুসলিম নারীর হিজাব তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস, ইবাদত ও আত্মমর্যাদার অংশ। কুরআন ও সহীহ হাদিস অনুযায়ী কোনও গায়রে-মাহরাম পুরুষের জন্য নারীর শরীর বা পোশাকে স্পর্শ করা হারাম। সম্মতি ছাড়া হিজাব টেনে সরিয়ে দেওয়া আরও গুরুতর জুলুম। নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) গায়রে-মাহরাম নারীকে স্পর্শ কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কুরআনেও মুমিন নারীদের অপমান করাকে প্রকাশ্য গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিজাবের প্রকারভেদ থাকলেও কোনও অবস্থাতেই জোর করে একজন নারীর পর্দায় হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। প্রকাশ্য মঞ্চে এমন আচরণ নারীর ইজ্জত, সম্ভ্রম ও ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর সরাসরি আঘাত, যা ইসলামে হারাম এবং গুরুতর গুনাহ।

ইসলামী দৃষ্টিতে এই কাজ: ১) গায়রে-মাহরাম নারীর স্পর্শ, ২) নারীর ইজ্জত ও পর্দায় হস্তক্ষেপ, ৩) জোরপূর্বক ধর্মীয় আচরণে হস্তক্ষেপ, ৪) প্রকাশ্যে অপমান, ৫) ধর্মীয় জুলুম — সব মিলিয়ে গুরুতর অন্যায়। বিস্ময়কর যে, দেশের বহু রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী, যাঁরা সামান্য ইস্যুতেই বিবৃতির ফুলঝুরি ওড়ান, এই ঘটনায় প্রায় সবাই নীরব। কিছু কিছু সংগঠন জড়তা কাটিয়ে প্রতিবাদে সামিল হলেও প্রধান নারীবাদী সংগঠনগুলি এখনো কার্যত নিশ্চুপ। এই নীরবতা শাসকের প্রতি আনুগত্য, ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং সংখ্যালঘু নারীর অধিকারের প্রতি গভীর উদাসীনতার প্রতিফলন।

এই ঘটনা শুধু এক মুসলিম তরুণীর সঙ্গে অন্যায় নয়; এটি একটি সম্প্রদায় এবং 'অর্ধেক পৃথিবী' হিসেবে গণ্য সমগ্র নারীজাতির প্রতি অবমাননা এবং অসম্মান। আজ যদি এই ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়, তবে আগামী দিনে আরও বড় নারী-নির্যাতনের পথ প্রশস্ত হবে।

এই ঘটনায় নিছক ক্ষমা চাওয়া কোনও সমাধান নয়। ক্ষমা চাওয়া নৈতিকতার প্রাথমিক শর্ত হতে পারে, কিন্তু যেখানে সংবিধান ও ফৌজদারি আইন লজ্ঞিত হয়েছে, সেখানে আইনি ও সাংবিধানিক জবাবদিহি নিশ্চিত করাই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় নীতীশ কুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আইন যদি সত্যিই সবার জন্য সমান হয়, তবে এই ঘটনায় তার প্রতিফলন ঘটতে হবে। অন্যথায়, এই নীরবতা ও শিথিলতা ভারতীয় গণতন্ত্রের জন্য এক গভীর অশনি সংকেত হয়ে থাকবে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

হুমায়ূন কবীরকে খোলা চিঠি

ড. আজিজুল বিশ্বাস

সম্মানীয় হুমায়ূন কবীর,

ভূ-ভারত যেটা পারেনি, আপনি সেটা করে দেখালেন -- এই কথাটা প্রশংসার নয়, বরং গভীর উদ্বেগের। কারণ, ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, কিছু 'করে দেখানো' আসলে দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের বীজ বপন করে। সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে রামমন্দির নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়ার পাশাপাশি পাঁচ একর জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিল। বাস্তবটা কী? রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে দেশের প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে, রাষ্ট্রযন্ত্রের পূর্ণ আনুকূল্যে, সরাসরি টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে। অথচ সেই প্রস্তাবিত মসজিদ নির্মাণ, যেটা সংবিধান ও আদালতের নির্দেশের ফল -- আজও কাগজে-কলমেই বন্দি। এই বৈষম্য কি নিছক অবহেলা, না কি পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় বার্তা -- তা বুঝতে খুব বেশি রাজনৈতিক বোধ লাগে না।

১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে, রাষ্ট্রযন্ত্রের চোখের সামনে প্রায় পাঁচশো বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ওই ধ্বংস শুধু একটি স্থাপত্যের নয়; সেটি ছিল ভারতের সংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার উপর নির্মম আঘাত। একই সঙ্গে তা ছিল কোটি কোটি ধর্মপ্রাণ মুসলমানের আত্মসম্মান, বিশ্বাস ও মানসিক নিরাপত্তার উপর সরাসরি হামলা। ওই ঘটনার পর থেকে ভারত বদলেছে, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। রাষ্ট্রের চরিত্র বদলেছে, রাজনীতির ভাষা বদলেছে, আর সংখ্যালঘুদের প্রতি রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে।

আজ ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র কার্যত হিন্দুত্ববাদী শক্তির কব্জায়। ভোট ব্যাংকের স্বার্থে উগ্র কিংবা নরম -- প্রায় সব রাজনৈতিক দলই হিন্দুত্বের পথে হেঁটেছে বা হাঁটছে। এর প্রত্যক্ষ ফল হল, দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা, বিশেষত মুসলমানরা, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক -- সব দিক থেকেই ক্রমশ প্রান্তিক হয়ে পড়ছে। তথাকথিত সেক্যুলার দলগুলোও ভোট ব্যাঙ্কের হিসেব কষে প্রতিরোধের রাজনীতি ছেড়ে নিরাপদ নীরবতার রাজনীতিকে আত্মস্থ করে নিয়েছে।

দেশজুড়ে মুসলিমদের লক্ষ্য করে ঘৃণার কারখানা ফুলেফেঁপে উঠেছে। লাভ জিহাদ, গোমাংস, ধর্মান্তর — এইসব মিথ্যা ও উসকানিমূলক অভিযোগে মানুষকে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। সিএএ, এনআরসি, ওয়াকফ আইন সংশোধন, এসআইআর

-- সবকিছুই একত্রে মুসলিম জীবনের উপর প্রশাসনিক, আইনি ও মানসিক চাপ বাড়ানোর অস্ত্র হয়ে উঠেছে। বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে মুসলিম হওয়াটাই আজ অনেক সময় অপরাধের সমতুল্য।

এই প্রেক্ষাপটে আপনি, সীমান্তবর্তী ও স্পর্শকাতর মুর্শিদাবাদ জেলায়, যেখানে দেশের অন্যতম বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা বসবাস করে, সেখানে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের শিলান্যাসকে কেন্দ্র করে এক প্রবল ধর্মীয় আবেগ উস্কে দিলেন। প্রশ্ন হল, আপনি কি এর তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী অভিঘাত সম্পর্কে আদৌ সচেতন?

স্পষ্ট করে বলি, যদি আপনি সত্যিই বেলডাঙ্গায় একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ও মানবকল্যাণমূলক নলেজ সেন্টার গড়ে তুলতে পারেন, যেখানে মসজিদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, গ্রন্থাগার, মুসাফিরখানা, পার্ক থাকবে -- তাহলে আপনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার হবেন। কিন্তু আপনি যে পথে হাঁটছেন, তাতে সন্দেহ সংশয় গভীরতর হচ্ছে।

বাবরের নামে মসজিদের নামকরণ, ৬ ডিসেম্বর -- ভারতের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত দিনের একটিকে শিলান্যাসের জন্য বেছে নেওয়া, প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ঘোষণা — এই সবকিছু কি নিছক আবেগ, না কি সচেতন উসকানি? আপনি কি জানেন, কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা ইতিমধ্যেই আপনার মাথার দাম ঘোষণা করেছে? তারা স্পষ্ট ভাষায় বলছে, দেশের যে প্রান্তেই বাবরের নামে মসজিদ হবে, সেটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

এখানেই আসল আশঙ্কা। মুর্শিদাবাদ জেলার হাজার হাজার গরিব পরিযায়ী শ্রমিক দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করেন। আগামী দিনে 'মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা' পরিচয়টাই কি তাদের জন্য নিরাপত্তা ঝুঁকি হয়ে উঠবে না? আপনার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার খেসারত কি সেই শ্রমজীবী মানুষগুলোকে দিতে হবে না?

আরও বড় প্রশ্ন -- মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে আবেগজাত আস্ফালন কি পরোক্ষে হিন্দুত্ববাদী আস্ফালনের বৈধতাকেই শক্তিশালী করে দিচ্ছে না? বিজেপি তো হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম বিদ্বেষই বিজেপির সহজাত রাজনৈতিক মতাদর্শ। অথচ আপনি সেই বিজেপিতেই যোগ দিয়ে লোকসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে লড়ে আড়াই লক্ষ ভোট পেয়েছিলেন। আজ হঠাৎ করে মুসলিম সমাজের ত্রাতা হয়ে উঠতে চাইছেন কেন? কীসে এই রূপান্তর? মুসলিমরা কেন আপনাকে বিশ্বাস করবে?

এই চিঠি শুধুই আপনাকে প্রশ্ন করার জন্য নয়। এ চিঠি মুসলিম সমাজের প্রতিও চেতাবনি। আবেগের রাজনীতি অতীতে সর্বনাশ ডেকে এনেছে। আজ যখন রাষ্ট্রশক্তি, মিডিয়া ও আইনি কাঠামো একসঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখন আরও বেশি সংযম, আরও বেশি রাজনৈতিক বোধ-প্রজ্ঞা এবং আরও বেশি ঐক্য-সম্প্রীতি প্রয়োজন। মসজিদ শুধু ইট-পাথরের স্থাপনা নয়; মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকার ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন তার চেয়েও অনেক বড়। ইতিহাস ক্ষমা করে না। আবেগের ভুল সিদ্ধান্তের মূল্য প্রজন্মকে দিতে হয়। সেই সত্যটা ভুলে গেলে চলবে না।

(লেখক: অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন এবং অল ইন্ডিয়া মাইনরিটি অর্গানাইজেশন-এর কার্যকরী সভাপতি)

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

বিশেষ প্রতিবেদন

হীরালাল ভকত কলেজ: আলোর দিশারী

নতুন পয়গাম: ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র। পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যা। পৃথিবীর অন্যতম গতিশীল অর্থনীতি। পৃথিবীর সবচেয়ে সম্ভাবনাময়ী শক্তি। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিস্তারে তার অবদান বিশ্বনন্দিত। এমন একটি দেশে এই মুহূর্তে যখন বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতার প্লাবন দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে তখন সেই স্রোতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছে হীরালাল ভকত কলেজ পরিবার।

বস্তুত একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চিন্তা ও চেতনার ট্রেন্ড-সেটার। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন সব উপাদান রয়েছে যা ছাত্র ও ছাত্রীদের মাধ্যমে সমাজ ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির উপকরণ সরবরাহ করে। শুধু ছাত্র ও ছাত্রীদের পঠনপাঠনের মাধ্যমে নয়। আউটরীচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ছাত্র, ছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা সরাসরি এলাকার মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেন। হীরালাল ভকত কলেজের এন এস এস বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপকরা ছাত্র ও ছাত্রীদের নিয়ে বিভিন্ন গ্রাম্য এলাকায় নিয়মিত বিভিন্ন সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। এমনকি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট গ্রামকে দত্তক নিয়ে সেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এন এস এস স্বেচ্ছাসেবকরা নিয়মিত স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করে চলেছে। বৃক্ষ রোপন করে। সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান মনস্ক করতে ও বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতে আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। সামাজিক সৌহার্দ

ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি করতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করে চলেছে। পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল পরিচ্ছন্ন রাখতে সাফাই কাজে অংশগ্রহণ করে চলেছে। এই কলেজের সবচেয়ে সক্রিয় ইউনিট এন সি সি। এন সি সি ক্যাডেটদের নেতৃত্বে এ এন ও অফিসার আছেন। সেই সঙ্গে এন সি সি ইউনিটকে সদা প্রাণবন্ত রাখতে কলেজ নিযুক্ত অতিরিক্ত একজন দায়িত্বশীল আছেন। যার অনুপ্রেরণা আমাদের ইউনিটকে এন সি সি ব্যাটেলিয়নে একাধিক শিরোপা অর্জন করতে সক্ষম করেছে। প্রতি বছর এন সি সি থেকে আমাদের ক্যাডেটরা দেশের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছে। সেনাবাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে। খেলাধুলা থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে জাতীয় স্তরে কলেজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। হীরালাল ভকত কলেজে স্নাতক ডিগ্রি স্তরে পাঁচটি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ আছে। ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র ও ছাত্রীরা কলেজের শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ অবদান রাখছে। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র ও ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের ছাত্র ও ছাত্রীরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশ্বভারতী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্সে সুনামের সঙ্গে অধ্যায়ন করে চলেছে। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা খুব কম। এই বিভাগে পড়াশোনা করতে ছাত্র ও ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে কলেজ বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে। হীরালাল ভকত কলেজ প্রতি বছর বিজ্ঞান দিবসে নলহাটি সন্নিহিত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ও ছাত্রীদের নিয়ে বিজ্ঞান দিবস উদযাপন ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনের নিয়মিত আয়োজন করে চলেছে। বাণিজ্য বিভাগে ছাত্র ও ছাত্রীদের পড়তে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় হচ্ছে।

বিধানসভা অধিবেশনের পারফরম্যান্স খারাপ

১০০ দিন নয়, চলতি বছর অধিবেশন মাত্র ৩০ দিন

নতুন পয়গাম, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: রাজ্য বিধানসভাগুলিতে বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের অধিবেশন হবে। এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল অল ইন্ডিয়া স্পিকার কনফারেন্সে। তাতে অংশ নিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গও। কিন্তু তারপরও গত তিন বছর ধরে এরাজ্যের বিধানসভা অধিবেশনের দিন ক্রমেই কমছে। ২০২৩ সালে রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন হয়েছিল মোট ৪০ দিন। ২০২৪ সালে তা আরো কমে হয় ৩৬ দিন। চলতি ২০২৫ সালে মাত্র ৩০ দিন অধিবেশন চলেছে রাজ্য বিধানসভায়। বছরে কমপক্ষে ১০০ দিনের অধিবেশন, এ বিষয়ে লিখিত কোনও অর্ডার না থাকলেও দেশের সমস্ত বিধানসভা কর্তৃপক্ষ লক্ষ্যমাত্রা পূরণে চেষ্টা করে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভাও চেষ্টা করেছে। কিন্তু বাস্তব পরিসংখ্যান অন্য কথা বলছে।

প্রতি বছর সাধারণত রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হয় রাজ্য বিধানসভা অধিবেশন। এরপর থাকে বিভিন্ন দপ্তরের বাজেট পর্ব। তারপর বর্ষাকালীন অধিবেশন বসে টানা বেশ কিছুদিনের জন্য। বছর শেষে হয় শীতকালীন অধিবেশন দিয়ে। এটাই নিয়ম। কিন্তু এর বাইরে যদি রাজ্যে কোনও বড় ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটে কিংবা জনসমাজে আলোড়ন ফেলা গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় উঠে আসে, তা নিয়ে স্বল্পকালীন বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়। শাসক শিবির এবং বিরোধী পক্ষ উভয়ের কাছেই বিধানসভার অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একদিকে যেমন সরকারপক্ষ বিভিন্ন প্রস্তাব ও প্রকল্প এবং বিল বিধানসভার অধিবেশনে পেশ করে, তেমনই সরকারের ভুল ত্রুটি বা ব্যর্থতা এবং জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ অধিবেশনে তুলে ধরে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিরোধী শিবির। চলতি মাস শেষ হতে চলল, এখনও শীতকালীন অধিবেশন হয়নি। সচিবালয় সূত্রে খবর, এ বছর আর অধিবেশন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু এখন এসআইআর প্রক্রিয়া চলছে, তাই বিধায়করা নিজের নিজের এলাকায় ব্যস্ত আছেন।

রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, অধিবেশনে বিল এবং প্রস্তাব ছাড়াও বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। আমরা চেষ্টা করি, বিধানসভার অধিবেশনের দিন যাতে ক্রমে বাড়ানো যায়। সরকার পক্ষ তাদের যে কার্যবিবরণী দেয়, সেটা নিয়েই আলোচনা হয়। আবার বিরোধী পক্ষেও কোনও প্রস্তাব জমা দিতে পারে। ফলে সামগ্রিকভাবে চেষ্টা থাকে, বিধানসভার বিভিন্ন অধিবেশনে উভয় পক্ষের বিধায়করা যাতে তাঁদের বক্তব্য রাখতে পারেন। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ৪ নভেম্বর থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। যেহেতু এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগাযোগ, সেক্ষেত্রে বিধায়কের মতো গুরুত্বপূর্ণ জনপ্রতিনিধিকে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তি-সাফাই যাই থাক না কেন, গণতন্ত্রের জন্য এই প্রবণতা সুখকর মোটেই নয়।

চিংড়িঘাটা মেট্রো: জট কাটাতে কড়া হাই কোর্ট

ফেব্রুয়ারির অজুহাত মানল না আদালত

নতুন পয়গাম, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: নিউ গড়িয়া থেকে কলকাতা বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো লাইনের সম্প্রসারণের কাজ দীর্ঘদিন ধরেই থমকে রয়েছে চিংড়িঘাটায়। মাত্র ৩৬৬ মিটার অংশের কাজ বাকি থাকলেও রাস্তা বন্ধের অনুমতি না মেলায় আটকে ছিল প্রকল্প। রাজ্য সরকার জানিয়েছিল, ফেব্রুয়ারি মাসের আগে চিংড়িঘাটায় রাস্তা বন্ধ করে কাজ করা সম্ভব নয়।

রাজ্যের সেই যুক্তি খারিজ করে দিল কলকাতা হাই কোর্ট। কলকাতা হাই কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দেয়, জানুয়ারির মধ্যেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আদালতের বক্তব্য, রাজ্য সরকারকে জানুয়ারিতেই কাজ শুরুর জন্য সময় দিতে হবে এবং সেই নির্দিষ্ট তারিখ আদালতকে জানাতে হবে।

এর আগে একাধিকবার হাই কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, চিংড়িঘাটা মেট্রো নিয়ে রাজ্য সরকার, কেন্দ্র, নির্মাণকারী সংস্থা আরভিএনএল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানসূত্র বের করতে। সেই অনুযায়ী বৈঠক হলেও রাজ্য সরকার দাবি করে, ব্যস্ত এই রাস্তা বন্ধ করলে যানজটের আশঙ্কা রয়েছে এবং অ্যাম্বুল্যান্স চলাচলেও সমস্যা হতে পারে।

তবে আদালত রাজ্যের এই যুক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, দীর্ঘদিন ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনস্বার্থের প্রকল্প আটকে রাখা যায় না। সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা মাথায় রেখেই দ্রুত কাজ শেষ করা জরুরি। সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন রাজ্য সরকারকে জানাতে হবে, জানুয়ারি মাসে ঠিক কবে চিংড়িঘাটায় মেট্রোর কাজ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হবে। হাই কোর্টের এই নির্দেশে দীর্ঘদিনের চিংড়িঘাটা মেট্রো জট কাটবে বলেই আশাবাদী সংশ্লিষ্ট মহল।

দৃষ্টান্ত দুই সপ্তম শ্রেণির কৃতি শিক্ষার্থীর

অ্যাংলো অ্যারাবিক স্কুল দারুল আরকম থেকে হিফজ

নতুন পয়গাম: এক আনন্দঘন ও গর্বের মুহূর্তে অ্যাংলো অ্যারাবিক শিক্ষাধারার অনন্য প্রতিষ্ঠান দারুল আরকম ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল-এ দু'জন শিক্ষার্থীর পবিত্র কুরআনের হিফজ সম্পন্ন উপলক্ষে বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার আলো, ফুল ও চাঁদের হাটের মেলায়। ইংরেজি মাধ্যম আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ সিবিএসই কারিকুলামের অধীনে সপ্তম শ্রেণির দুই পড়ুয়া মুনতাজিরুদ্দিন ইসলাম এবং শিহাম আনাস হিফজ সম্পন্ন করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রধান অতিথি উজাইর সিদ্দিক পাগড়ি পরিয়ে তাদেরকে সম্মানিত করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন হিফজ আরবী ভাষা বিভাগীয় শিক্ষক মো: আজহার উদ্দীন ট্রাস্ট সেক্রেটারি মো. আবু হানিফা, বিশিষ্ট আলেম মাওলানা আমিনুল আম্বিয়া, মাওলানা রফিকুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আবদুর রউফ মোল্লা এবং বিভাগীয় সেক্রেটারি হাফেজ লতিফুর রহমান।

সংবর্ধিত শিক্ষার্থীরা হৃদয়স্পর্শী কুরআন তিলাওয়াত পরিবেশনের পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য রাখে, যা উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের গভীরভাবে মুগ্ধ করে। অতিথিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সাধারণ সিবিএসই শিক্ষার পাশাপাশি হিফজ শিক্ষা — এই যুগোপযোগী সমন্বয় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করবে। দারুল আরকাম সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশ, জাতি ও উম্মাহর শান্তি ও কল্যাণ কামনায় দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রতিভার সন্ধানে'র রজত জয়ন্তী বর্ষে মৌলালি যুব কেন্দ্রে বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলন

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নতুন পয়গাম, কলকাতা: মন্দিরবাজার থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রতিভার সন্ধানে তার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করল এক বর্ণাঢ্য বিশ্ব সাহিত্য সম্মেলনের মাধ্যমে। শনিবার কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে আয়োজিত এই সম্মেলন সাহিত্যপ্রেমীদের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মনীষীদের প্রতিকৃতি নিয়ে এক শোভাযাত্রার মাধ্যমে। শিয়ালদহ বিগবাজার থেকে শুরু হয়ে শোভাযাত্রাটি মৌলালি যুব কেন্দ্রে এসে শেষ হয়। এদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ছাড়াও বিশ্বের ১১টি দেশের সাহিত্য প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন, অধ্যাপিকা মিরাতুন নাহার, অধ্যাপক ড. শঙ্করপ্রসাদ নস্কর, কবি শ্রীমন্ত মণ্ডল, প্রতিভার সন্ধানে পত্রিকার সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা সহ বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা। বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, থাইল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা ছাড়াও কর্ণাটক ও ত্রিপুরার মতো বিভিন্ন রাজ্য ও দেশ থেকে কবি ও সাহিত্যিকরা এই বিশ্ব সাহিত্য উৎসবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রতিভার সন্ধানে পত্রিকার সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা বলেন, "বিশ্ব সাহিত্য উৎসবের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাহিত্যপ্রেমী কবি ও লেখকদের একত্রিত করার এক আন্তরিক প্রয়াস আমরা গ্রহণ করেছি। সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, সাহিত্যকে ভালোবাসতেই হবে।" এদিন পত্রিকার রজত জয়ন্তী বর্ষের বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করেন পত্রিকার সভাপতি অধ্যাপক ড. শঙ্করপ্রসাদ নস্কর। পাশাপাশি বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিককে 'বিশ্ব সাহিত্য সম্মান' প্রদান করা হয়। সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনে।

বন্ধ ঘরের ভেতর নিথর বৃদ্ধ দম্পতি, আত্মহত্যা নাকি লুকিয়ে থাকা রহস্য

তৌসিফ আহম্মেদ, নতুন পয়গাম, বাঁকুড়া: শনিবার সকাল। নিত্যদিনের মতোই শুরু হয়েছিল দিন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু থমকে যায় বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের কুশমুড়ি গ্রামে। একটি বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে উদ্ধার হল এক বৃদ্ধ দম্পতির নিথর দেহ। খাটের উপর শুয়ে ছিলেন বৃদ্ধা, আর ঠিক পাশেই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল তাঁর স্বামীকে। হৃদয়বিদারক সেই দৃশ্য ঘিরে মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

মৃত বৃদ্ধের নাম দীনবন্ধু কুন্ডু (৮৬)। পেশায় অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক। স্ত্রী লক্ষ্মী কুন্ডু (৭৬)। দীর্ঘ চার বছর ধরে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন লক্ষ্মীদেবী। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কুশমুড়ি গ্রামের ওই বাড়িতে দীনবন্ধু বাবু তাঁর স্ত্রী, পুত্র অসিত কুমার কুন্ডু ও পুত্রবধূ সুস্মিতা কুন্ডু পালকে নিয়ে বসবাস করতেন। ছেলে ও বৌমা দু'জনেই শিক্ষক-শিক্ষিকা।

পরিবার ও প্রতিবেশীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বাড়ির অন্দরে চলছিল মানসিক টানাপোড়েন। বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে এসে বাবা-মায়ের অভিযোগ ছিল, চাকরিজীবী ছেলে ও বৌমার কাছ থেকে তাঁরা প্রয়োজনীয় সময় ও যত্ন পাচ্ছেন না। এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার অশান্তিও হয়েছে। এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগে বিষয়টি গড়ায় ইন্দাস থানায়। পুলিশি মধ্যস্থতায় সেসময় পারিবারিক মীমাংসা হয় এবং বৃদ্ধ দম্পতির দেখাশোনার জন্য আয়া রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শনিবার সকালেও কোনও অশুভ ইঙ্গিত ছিল না। প্রতিদিনের মতো ভোরে মর্নিং ওয়াকে বেরোন অসিত কুমার কুন্ডু। সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে দেখেন বাবা ঘর থেকে বের হননি। সন্দেহ হওয়ায় ঘরের দরজায় ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে দরজা খুলতেই সামনে ভেসে ওঠে ভয়াবহ দৃশ্য। বাবাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার করে ওঠেন তিনি। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দড়ি কেটে নামালেও ততক্ষণে সব শেষ। খাটের উপর নিথর অবস্থায় পড়ে ছিলেন লক্ষ্মীদেবীও।

পুত্রবধূ সুস্মিতা কুন্ডু পাল জানান, আগের রাত ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। দুধ-রুটি খেয়ে সবাই ঘুমোতে যান। কোনও ঝগড়া বা অশান্তি হয়নি। তবে লক্ষ্মীদেবী কিছুদিন আগেই কোতুলপুরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি ছিলেন বলে জানান তিনি।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইন্দাস থানার পুলিশ। ঘর সিল করে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, প্রাথমিকভাবে মানসিক অবসাদের জেরেই এই মর্মান্তিক পরিণতি বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে আত্মহত্যা না কি এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা ময়নাতদন্ত রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়।

বৃদ্ধ দম্পতির এই অস্বাভাবিক মৃত্যু একদিকে যেমন শোকস্তব্ধ করেছে গোটা গ্রামকে, তেমনই সমাজের সামনে তুলে ধরেছে বার্ধক্য, অবহেলা ও নিঃসঙ্গতার নির্মম বাস্তবতা। তদন্তেই এখন নজর পুলিশের।

খসড়া ভোটার তালিকায় জীবিত ব্যক্তি মৃত!

এসআইআর প্রকাশ হতেই চাঞ্চল্য ধূপগুড়িতে

প্রীতিময় সরখেল, নতুন পয়গাম, ধূপগুড়িঃ এসআইআর খসড়া তালিকা সদ্য প্রকাশ হতেই চাঞ্চল্য ছড়াল ধূপগুড়িতে। জীবিত মানুষকে সরকারি নথিতে মৃত দেখানোর অভিযোগ উঠেছে ধূপগুড়ি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের রায়পাড়া এলাকায়। ঘটনায় হতবাক এলাকাবাসী থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজেও।

অভিযোগ, রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা নন্দলাল রাম প্রতি বছর নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। ভোটার তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে, এমনকি সম্প্রতি বিএলও তাঁর বাড়িতে এসআইআর ফর্ম দিয়েও যান এবং সেই ফর্ম তিনি যথাযথভাবে জমা দেন। অথচ এসআইআর-এর প্রকাশিত খসড়া তালিকায় দেখা যায়, এক নম্বরে নন্দলাল রায়কে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

খসড়া তালিকা প্রকাশ হতেই চোখ কপালে ওঠে নন্দলাল রায়ের। সরকারি কাগজে নিজেকে মৃত দেখে কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছেন তিনি। তাঁর আশঙ্কা, এর ফলে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকেও তিনি বঞ্চিত হতে পারেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। শুক্রবার তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, সরকারি নথিতে 'মৃত' দেখানো নন্দলাল রাম কে পাশে বসিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ান। তাঁর অভিযোগ, বিজেপিকে খুশি করতে তাড়াহুড়ো করে এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। তার ফলেই কোথাও জীবিত মানুষকে মৃত, আবার কোথাও নিখোঁজ দেখানো হচ্ছে। এতে সাধারণ মানুষ চরম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বলে দাবি তৃণমূলের। অন্যদিকে, নিজেকে জীবিত প্রমাণ করতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের দপ্তরে দপ্তরে ঘুরতে হচ্ছে নন্দলাল রায়কে। মানসিক চাপ ও চরম হেনস্তার শিকার হচ্ছেন তিনি বলে অভিযোগ। দ্রুত এই ভুল সংশোধনের দাবি জানিয়েছেন নন্দলাল রায় ও তাঁর পরিবার।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ ২০টি পরিবার

প্রীতিময় সরখেল, নতুন পয়গাম, ধূপগুড়িঃ জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল ২০টি পরিবার। শুক্রবার বারোঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাচাঁদ পাড়ার ১৫/১৬২ নম্বর বুথে এই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মহুয়া গোপ, জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজেশ কুমার সিং, ধূপগুড়ি ব্লক গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মলয় রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুরজাহান বেগম, গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি প্রতাপ মজুমদার, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফনিন্দ্রনাথ রায় সহ দলের একাধিক নেতা-কর্মী।

ইডি-হানায় ইউটিউবার অনুরাগ দ্বিবেদী

বাজেয়াপ্ত ১০ কোটি, একাধিক বিলাসী গাড়ি

নতুন পয়গাম, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ২০ ডিসেম্বর: সোশ্যাল মিডিয়ায় অবৈধ বেটিং অ্যাপের প্রচারের অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ নিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। উত্তর প্রদেশের জনপ্রিয় ইউটিউবার অনুরাগ দ্বিবেদীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। অনুরাগ দ্বিবেদী সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন অবৈধ বেটিং অ্যাপের প্রচার করতেন। বিনিময়ে তাঁর একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বিপুল অঙ্কের টাকা জমা পড়ে। অভিযোগ, সেই অর্থ হাওয়ালার মাধ্যমে বিদেশে পাচার করা হয়েছে।

এই তদন্তের সূত্রপাত হয় পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের করা একটি এফআইআর থেকে। শিলিগুড়িতে এক অবৈধ বেটিং অ্যাপ চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নেমে ইডির হাতে উঠে আসে অনুরাগ দ্বিবেদীর নাম। বুধবার লখনউ, উন্নাও এবং নবাবগঞ্জে অনুরাগ এবং তাঁর আত্মীয়দের একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালায় ইডি। অভিযানে একটি ল্যাম্বরগিনি, বিএমডব্লু জেড-ফোর এবং মার্সিডিজ বেঞ্জ-সহ একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি

বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়াও ফিক্সড ডিপোজিট ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট মিলিয়ে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৩ কোটি টাকা।

ইডির দাবি, সব মিলিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। একাধিকবার হাজিরার নোটিস পাঠানো হলেও অনুরাগ তদন্তে সহযোগিতা করেননি। উল্লেখ্য, অনুরাগ দ্বিবেদী গত সাত বছর ধরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্রিকেট সংক্রান্ত ভিডিও বানান। বর্তমানে তিনি দুবাইয়ে রয়েছেন এবং সেখানেই সম্প্রতি তাঁর বিয়ে হয়েছে।

রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বহিষ্কার

নতুন পয়গাম, কলকাতা, ২০ ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন মজবুত করার চেষ্টা করছে সিপিএম। 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'-সহ একাধিক কর্মসূচির মধ্যেই দলের অন্দরে তৈরি হল অস্বস্তি। অসদাচরণের অভিযোগে সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বহিষ্কার করা হল দল থেকে। দু-দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে শুক্রবার এই সিদ্ধান্তের কথা জানান সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বেলঘরিয়ার এক মহিলা সিপিএম কর্মী ইন্দ্রজিৎ ঘোষের বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের অভিযোগ করেন। অভিযোগকারিণী এবং তাঁর পরিবার দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম করেন। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখে দলের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পর ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বহিষ্কারের সুপারিশ করা হয়। যেহেতু তিনি রাজ্য কমিটির সদস্য, তাই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় কমিটি সেই অনুমোদন দেওয়ার পরই এদিন রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ইন্দ্রজিৎ ঘোষ ছাত্র ও যুব রাজনীতি এবং তারপর শ্রমিক সংগঠন সিটুর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অ্যাপ ক্যাব চালকদের সংগঠনের দায়িত্বেও ছিলেন। চাকরিপ্রার্থীদের বিভিন্ন আন্দোলনেও তাঁকে দলের মুখ হিসেবে দেখা গিয়েছিল। এমন একজন নেতার বিরুদ্ধে এহেন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় দলের অন্দরে চরম অস্বস্তি তৈরি হয়। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সিপিএম স্পষ্ট বার্তা দিল দলের ভিতরে অসদাচরণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ

এম নাজমুস সাহাদাত, নতুন পয়গাম, মালদহ: কনকনে শীতের মধ্যে অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল সমাজসেবায় নিবেদিত সংস্থা বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। শনিবার সুজাপুর, কালিয়াচক, মালদা এলাকার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয় এই বৃহৎ সামাজিক কর্মসূচি। শীতের তীব্রতায় যখন নিম্ন আয়ের মানুষজন চরম কষ্টের মধ্যে দিনযাপন করছেন, ঠিক সেই সময়ে শত শত অসহায় পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করে মানবিক বার্তা ছড়িয়ে দিল এই সংগঠন। এই মহৎ কর্মসূচির নেতৃত্বে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবক তথা বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি মোঃ নজরুল ইসলাম। তিনি একই সঙ্গে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও ট্রাস্টের সদস্যদের সহযোগিতায় এই শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ট্রাস্ট সূত্রে জানা গেছে, এই প্রকল্পের আওতায় মূলত সেই সমস্ত দরিদ্র, দুস্থ ও অসহায় মানুষজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাঁদের জীবনে নিয়মিত আয়ের কোনো স্থায়ী উৎস নেই। দিনমজুর, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা নারী ও পথবাসী মানুষজন এই কর্মসূচির প্রধান উপকারভোগী। এদিন বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সদস্যরা প্রত্যেক উপকারভোগীর হাতে একটি করে কম্বল ও দুটি করে শাল তুলে দেন, যা শীতের দিনে তাঁদের জন্য কিছুটা হলেও স্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানস্থলে স্থানীয় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কর্মসূচিটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে। সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে এমন মানবিক কাজ সমাজে অত্যন্ত প্রয়োজন। এলাকাজুড়ে প্রশংসার ঢেউ ওঠে মোঃ নজরুল ইসলামের এই উদ্যোগকে ঘিরে। অনেকেই তাঁকে "প্রকৃত গরীব দরদি সমাজসেবক" বলে আখ্যায়িত করেন। নজরুল ইসলাম বলেন, আমি দীর্ঘদিন ধরে মানুষের জন্য কাজ করছি। কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। এই তীব্র শীতে যারা এখনও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছেন, সেই দুস্থ ও অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। সমাজের প্রতিটি মানুষ যদি সামান্য করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে সমাজে বড় পরিবর্তন আনা সম্ভব। তিনি আরও জানান, এই কর্মসূচি শুধুমাত্র শীতবস্ত্র বিতরণেই সীমাবদ্ধ নয়। বাঙ্গীটোলা ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ভবিষ্যতেও সমাজের প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে চমক!

বাদ গিল, সহ-অধিনায়ক অক্ষর

স্টাফ রিপোর্টার: আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় দলে চমক। বাদ পড়লেন খোদ সহ-অধিনায়ক শুভমান গিল।

চোটের কথা বলা হলেও,মূলতঃ অফ ফর্মের কারনেই তাঁকে ছেঁটে ফেলা হয়েছে বলে ওয়াকিবহল মহলের ধারনা।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে দেশের মাটি ও শ্রীলঙ্কায় বসবে আইসিসির টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। তার জন্য কাল, শনিবার দল ঘোষণা করল 'টিম ইন্ডিয়া'। টি-২০ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে সূর্যকুমার যাদবকে। সহ-অধিনায়ক হয়েছেন অক্ষর প্যাটেল। তবে এই দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে শুভমান গিলকে।

তেমনই দীর্ঘদিন বাদে টি-২০ স্কোয়াডে কামব্যাক হয়েছে ঈশান কিশানের। এদিন মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে দল নির্বাচনে উপস্থিত ছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন জাতীয় নির্বাচক কমিটি। টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতের ঘোষিত পুরো দল- সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহ-অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, সঞ্জু স্যামসন, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশপ্রীত বুমরাহ, কুলদীপ যাদব, বরুণ চক্রবর্তী, অর্শদীপ সিং, ঈশান কিশান এবং হর্ষিত রানা।

নেপালের মাটিতে উড়লো তেরঙ্গা

সৌজন্যে লাল হলুদের মেয়েরা

ইস্টবেঙ্গল-(ফাজিলা ইকওয়াপুট, সুলঞ্জনা রাউল, রেস্টি নানজিরি) ইপিএফ ক্লাব-০

এম.রহমান, নেপাল: নেপালের মাটিতে উড্ডীন ভারতীয় পতাকা।আর যাদেন জন্য বিদেশের মাটিতে ভারতের মুখ উজ্বল হল-তারা হলেন ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ব্রিগেড।

ইস্টবেঙ্গল মহিলা দল প্রথমবারের মতো সাফ উইমেন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ (২০২৫) চ্যাম্পিয়ন জল।তারা টুর্নামেন্টে অপরাজিত থেকে এবং একটাও গোল না হজম করে ফাইনালে ৩-০ গোলে জয়লাভ করে নেপালের ইপিএফ ক্লাবকে হারিয়ে।ইস্টবেঙ্গল ভারতীয় মহিলা লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভারতকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং চ্যাম্পিয়ন হয়।

ফাজিলা ইকওয়াপুট, সুলঞ্জনা রাউল এবং রেস্টি নানজিরির অসাধারণ পারফরম্যান্সে ইস্টবেঙ্গল এই জয় অর্জন করে। তারা ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড, পাকিস্তানের করাচি সিটি এবং বাংলাদেশের নাসরিন স্পোর্টিং ক্লাবকেও পরাজিত করে।

মরু শহরে আরও একবার সম্মুখ সমরে ভারত-পাক

স্টাফ রিপোর্টার: সিনিয়র এশিয়া কাপে তিনবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দাদারা। এবার ভাইদের পালা।

পুরুষ অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের আসরে আজ ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-পাক। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে অপরাজিত থাকা ভারতীয় অনূর্ধ্ব ১৯ দল এবং গ্রুপ পর্বে ভারতের কাছেই একমাত্র হারের মুখ দেখা পাকিস্তান অনূর্ধ্ব ১৯ দল মুখোমুখি হচ্ছে আজ ফাইনালে। আয়োজক থেকে সম্প্রচারকারী, সমর্থক থেকে ক্রিকেটার—সবার অপেক্ষা এই ম্যাচ ঘিরেই। কারণ ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ সব সময় ক্রিকেট বিশ্বের কাছে একটা উত্তেজনা পূর্ণ ম্যাচ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে এসেছে।

দুবাইয়ে শুক্রবার সেমিফাইনালে দাপট দেখিয়ে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে দুই দল। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে শেষ চারের ম্যাচে জয় পায় ভারত।আইসিসি একাডেমিতে ২০ ওভারের খেলায় বল হাতে কার্যকর ছিলেন কণিষ্ক চৌহান ও হেনিল প্যাটেল। রান তাড়ায় সহ – অধিনায়ক বিহান মালহোত্রা ও অ্যারন জর্জের অপ্রতিরোধ্য জুটিতে সহজ জয় তুলে নেয় ভারত।

অন্যদিকে, দ্য সেভেনস্ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে কার্যত একতরফা ভাবে হারায় পাকিস্তান। বল হাতে আবদুল সুবহানের চার উইকেটের পর ব্যাট হাতে সামীর মিনহাজের ঝকঝকে ইনিংস ম্যাচ দ্রুত শেষ করে দেয়।

১১ বছর পর অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ফের মুখোমুখি ভারত-পাকিস্তান। এর আগে ১২ বারের মধ্যে ৮ বার চ্যাম্পিয়ন ভারত এবার ৯ম শিরোপার লক্ষ্যে আগামীকাল মাঠে নামবে বৈভব,অভিজ্ঞানরা। পাশাপাশি এই টুর্নামেন্ট ২০২৬ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের আগে বড় প্রস্তুতির মঞ্চ।

A2 PUBLIC SCHOOL
স্বপ্ন থেকে সাফল্য, সাথে আছি আমরা।

A2 PUBLIC SCHOOL (মাধ্যমিক)

স্বপ্ন থেকে সাফল্য, সাথে আছি আমরা।

(Run by - Kulsum Nesha Welfare Foundation) Govt. Reg. No: VI-090100219/2022

একটি আদর্শ বাংলা মাধ্যম কো- এডুকেশনাল আবাসিক, অনাবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাপ্রেমী অভিভাবক ও অভিভাবিকা বৃন্দ,
আন্তরিক শুভেচ্ছা নিবেন। দেশ, সমাজ ও জাতির জন্য যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি "A2 PUBLIC SCHOOL (মাধ্যমিক)" – একটি আবাসিক ও অনাবাসিক বাংলা মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আগামী ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করবে। মনোরম পরিবেশে, মালদার কদমতলী গ্রামের মহিষবাথানী রোডে অবস্থিত আমাদের নিজস্ব ভবনে এর কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এখানে আধুনিক শিক্ষা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ভবিষ্যতে উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ (বিজ্ঞান ও কলা) এবং NEET-JEE কোচিং চালুর পরিকল্পনাও রয়েছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল বিকাশে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ নিয়মিত আয়োজন করা হবে।

আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বার্থে আজই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ধন্যবাদান্তে

ড. আব্দুল অহাব
সভাপতি

মোঃ আরাফাত আলী
চেয়ারম্যান

মোঃ তাজউদ্দীন
ডাইরেক্টর

আমাদের বিশেষত্ব:-
- ১ঃ২৫ শিক্ষক – শিক্ষার্থী আনুপাত।
- সকাল - সন্ধ্যা গ্রুপ কোচিং।
- অনাবাসিক ছাত্র – ছাত্রীদের জন্য ক্লাস শেষে রিমিডিয়াল ক্লাস।
- প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের যত্নশীল পাঠদানে সমৃদ্ধ শিক্ষা পরিবেশ।
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সিলেবাস অনুসারে পঠন পাঠন।
- এখানে শিক্ষার পাশাপাশি শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।
- কম্পিউটার ক্লাসের সুব্যবস্থা আছে।
- ছাত্র এবং ছাত্রীদের পৃথক হোস্টেলের ব্যবস্থা। ছাত্রীদের জন্য AC হোস্টেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
- স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ও পরিশ্রুত পানীয় জল।
- নিজস্ব মাঠে খেলাধূলা ও শরীর চর্চার ব্যবস্থা।
- শিক্ষার্থীদের মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে নিয়মিত প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।
- শিক্ষার্থীদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবার জন্য রয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসার সুচিন্তিত ব্যবস্থা।
- হোস্টেলের প্রত্যেক রুমে 'রুম টিচার'।
- ছাত্রাবাসে 24×7 বিদ্যুতের যোগানে জেনারেটর।
- মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও সহানুভূতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব।
- কোরআন ও ইসলামী শিক্ষার উপরে বিশেষ গুরুত্ব।

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত
ভর্তি চলছে
আমাদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলঃ-

Green Village (Kadamtuli), P.O- Balia Nawabganj. P.S- Malda
District- Malda, PIN- 732128 (WB)
97333 91752 / 96474 31594 / 85950 95124

MALDA ENGLISH ACADEMY
An Institution of value-based Education
English Medium Residential, Non Residential
& Day Boarding School (NURSARY TO VIII)

নতুন পয়গাম প্রাঃলিঃ এর পক্ষে মতিরুল রহমান কর্তৃক ৭৭/২, তপসিয়া রোড, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : মুদাসসির নিয়াজ , যোগাযোগ- ৭৭৯৭৫ ৮৩০১০, ৬২৯৫৭৯০৬৪০, email- notunpoigam7@gmail.com